A VISIT TO PALESTINE.

পালেষ্টাইন ভ্রমণের বিবরণ।

CALCUTTA:
CHRISTIAN LITERATURE SOCIETY.
23 CHOWRINGHEE ROAD.
1895.

A VISIT TO PALESTINE.

পালেষ্টাইন

ভ্রমণের বিবরণ।

শ্রীযুক্ত জি, এইচ, রাউস, এম,এ, ডি, ডি,

কর্ত্তৃক প্রণীত।

CALCUTTA:
CHRISTIAN LITERATURE SOCIETY.
23 CHOWRINGHEE ROAD.
1895.

1st Edn. 1,000. Price 2 as.

পালেষ্টাইন ভ্রমণের বিবরণ।

আভাষ।

পালেষ্টাইন ভারতবর্ষের পশ্চিমে কলিকাতা হইতে প্রায় ২০০০ ক্রোশ দূরে এবং ভূমধ্যসাগরের পূর্ব্বতীরে অবস্থিত। দেশটী ক্ষুদ্র, কেবল ৭০ ক্রোশ দীর্ঘ এবং গড়ে ২৫ ক্রোশ প্রশস্ত। পালেষ্টাইন স্বভাবতঃ চারি ভাগে বিভক্ত রহিয়াছে। প্রত্যেক ভাগ উত্তর হইতে দক্ষিণ দিকে বিস্তৃত। পশ্চিম ভাগ ভূমধ্যসাগরের তীরবর্ত্তী নিম্নভূমি। দ্বিতীয় ভাগ তৎপূর্ব্বস্থ পর্ব্বতশ্রেণী। তৃতীয় ভাগ সেই পর্ব্বতশ্রেণীর পূর্ব্ববর্ত্তী অতি নিম্নভূমিস্থ উপত্যকা; এই ভূমিখণ্ডের মধ্যে লবণ সমুদ্র অর্থাৎ মরু-সাগর রহিয়াছে। ইহার পূর্ব্বদিকে দেশের চতুর্থ ভাগ, অর্থাৎ আর একটী পর্ব্বতশ্রেণী বিদ্যমান। দেশের পূর্ব্ব ও পশ্চিমস্থ এই দুই পর্ব্বতশ্রেণীর উচ্চতা গড়ে ১২০০ হস্ত, কিন্তু মধ্যবর্ত্তী তলভূমি এত নীচু যে, তাহার দক্ষিণ-ভাগ সাগরতল হইতেও ৮০০ হস্ত নিম্ন; এমন আশ্চর্য্য নিম্নভূমি জগতে আর কুত্রাপি দেখা যায় না।

অনেক দিন হইতে পালেষ্টাইন দেশ দেখিতে আমার বড় ইচ্ছা ছিল। যে কোন দেশের ইতিহাস পাঠ করা যায়, সেই দেশের যে যে স্থানে ইতিহাসোক্ত ব্যাপার সকল ঘটিয়াছিল, সেই সকল স্থান স্বচক্ষে দেখিলে সেই ইতিহাস অধিকতর স্পষ্টরূপে বুঝা যায় ও হৃদ্গত হয়। আমি আশা করিয়াছিলাম, পালেষ্টাইন দেশ দর্শন করিলে ধর্ম্মশাস্ত্রের অনেক বিষয় নূতন ভাবে আমার হৃদ্গত হইবে। আমার সে আশা পূর্ণ হইয়াছে।

যাত্রার আরম্ভ।

১৮৯১ সালে আমি পালেষ্টাইন ভ্রমণ করিয়া আসিয়াছি। ১৫ই অক্‌টোবর আমি লণ্ডন হইতে যাত্রা করি। পথে ইটালি দেশস্থ ব্রিণ্ডিসির বন্দরে ব্রিষ্টল নগরস্থ একটী বাপ্তিষ্ট মণ্ডলীর অধ্যক্ষ (ডোক সাহেব) আমার সঙ্গে যোগ দেন। ২৯এ তারিখে আমরা আলেক্‌জান্দ্রিয়া (সিকন্দরিয়া) নগরে পঁহুছি। পথে ক্রীতি দ্বীপ দেখিয়াছিলাম; সমগ্র দ্বীপটী আমাদের সম্মুখে বিস্তৃত বোধ হইতেছিল। আর প্রেরিত-দিগর ক্রিয়ার বিবরণ পুস্তকে (২৭; ১৬ পদে) উল্লি-খিত ক্লৌদা নামক ক্ষুদ্র দ্বীপেরও প্রায় নিকট দিয়া গিয়াছিলাম। সম্প্রতি এই দ্বীপে একটী দীপগৃহ আছে। একখানি মিস্রীয় জাহাজ প্রতি বৃহস্পতিবার প্রাতে আলেক-জান্দ্রিয়া হইতে যাফা (যাফো) রওয়ানা হয়। এই জাহাজে উঠিয়া আমরা পালেষ্টাইনে চলিলাম। জাহাজে ফরাশি, জর্ম্মণ, গ্রীক, আরবীয় প্রভৃতি নানা জাতীয় লোক ছিল। রাত্রে শুনিলাম যে, দামাস্কস (দম্মেশক) নগরে ওলাউঠা আরম্ভ হওয়ায় পালেষ্টাইন যাতায়াতের পক্ষে অসুবিধার সম্ভাবনা ঘটিয়াছে। কিন্তু স্বর্গীয় পিতার উপর নির্ভর করিয়া আমরা অগ্রসর হইলাম। পর দিন দুই প্রহরের পরে দূরে যিহূদার পর্ব্বতশ্রেণী স্পষ্ট রেখার ন্যায় দেখা যাইতে লাগিল, কিন্তু কতক ক্ষণ পরে অনেকটা স্পষ্ট হইয়া উঠিল। সেই সময়ে এই কথা চিন্তা করিতে লাগিলাম, 'আমি পর্ব্বতগণের দিকে ঊর্দ্ধদৃষ্টি করি' (গীত ১২১; ১)। দায়ূদ অবশালোমের নিকট হইতে পলায়নকালে (গীত ৩; ৪), ও বাবিলীয় ভক্ত বন্দিগণ বন্দিত্বের কালে ঈশ্বরের দৃশ্য আবাসজ্ঞানে এই পর্ব্বতরাজির প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেন।

যাফার বন্দর।

বেলা চারিটার সময় আমরা নঙ্গর করিলাম, দেখিলাম, আমাদের কাছে নৌকা আসিতেছে। আমি একখানি নৌকায় চড়িলাম। যাফার বন্দর বাহিরে শৈলশ্রেণীতে বেষ্টিত, ভিতরে যাইবার কেবল একটী ছোট ফাঁক রহিয়াছে; আমরা সেই ফাঁক দিয়া ডেঙ্গায় পঁহুছিলাম। কত শত ও সহস্র বৎসর ব্যাপিয়া কত নৌকা এই পথ বাহিয়া গিয়াছে, তাহা কে বলিতে পারে? আমার বোধ হয়, যোনাহ অর্ণবপোতে এই পথ দিয়া গিয়া থাকিবেন (যোন ১ ; ৩)। সমুদ্র নিথর ছিল, ডেঙ্গায় নামিতে আমাদের কষ্ট হয় নাই। তুফানের সময় ডেঙ্গায় উঠা বিপদ্জনক, কখন কখন অসম্ভবও হইয়া উঠে। আমাদের নৌকা কিনারায় গিয়া লাগিল, আমি দুই জন মাল্লার কাঁধে হাত দিয়া বালির উপরে লাফাইয়া পড়িলাম। এইরূপে কত বৎসরের আকাঙ্ক্ষার পর অবশেষে আমি ঈশ্বরের মনোনীত ইস্রায়েল-ভূমিতে দণ্ডায়মান হইলাম।

আমরা প্রথমে হোটেলে গেলাম; তথায় উপস্থিত হইবার পর আমরা এদিক্ ওদিক্ দেখিবার জন্য বেড়াইতে বাহির হইলাম। পরম্পরাগত কিম্বদন্তী অনুসারে যে গৃহ শিমোন চর্ম্মকারের গৃহ (প্রে ১০ ; ৬) নামে খ্যাত, সেই গৃহ দেখিলাম। ঘরখানি অতি পুরাতন, হয় তো যে স্থানে শিমোন চর্ম্মকারের গৃহ ছিল, সেই স্থানেই এই ঘর নির্ম্মিত। ঘরখানি সমুদ্রের নিকটে; শুনিতে পাইলাম, অনতিদূরে চামড়ার কারখানার কোন কোন চিহ্ন রহিয়াছে। এই ঘর ছোট, একটীমাত্র কুঠরী, উপরে সেই আকারের একটী ছাদ রহিয়াছে, উপরে যাইবার সিঁড়ি বাহিরে। বোধ হয়, পিতর যাফাতে এই প্রকার ক্ষুদ্র বাটীতেই থাকিতেন। ইহার

পর আমরা ইংরেজ হাঁসপাতাল দেখিতে গেলাম; পরে হোটেলে ফিরিয়া আসিলাম। খাইবার সময় আমরা দ্রাক্ষাফলও খাইতে পাইতাম, কেননা শরৎকালে যাঁহারা পালেষ্টাইন দর্শন করিতে যান, তাঁহারা দ্রাক্ষাচয়নের সময় বা তাহার পরেই গিয়া উপস্থিত হন। পালেষ্টাইনে রাত্রে এক প্রকার কীটে আমাদিগকে কিছু বিরক্ত করিয়াছিল।

পর দিন সকাল বেলা আবার আমরা দেখিয়া শুনিয়া বিবরণ সংগ্রহ করিতে ও ছবি তুলিয়া লইতে বাহির হইলাম। যোনাহ যে পোতাশ্রয়ে গিয়াছিলেন, আমরা সেখানে গেলাম। যোনাহ বন্দরের চারিপার্শ্বে যে সকল শৈল দেখিয়াছিলেন, সেগুলি দেখিলাম; অধিকন্তু আমরা রেলের রাস্তা ও ষ্টীমার দেখিলাম, তিনি দেখেন নাই। তিনি উষ্ট্র দেখিয়াছিলেন, আমরাও উষ্ট্র দেখিতে পাইলাম, কিন্তু সেগুলি রেলওয়ের লোহা বহিতেছিল। এই প্রকারে পালেষ্টাইনের অনেক স্থলে পুরাতন ও নূতন বিষয় এক সঙ্গে দেখা যায়। আমরা সমুদ্রতীরে আরও দেখিলাম, লোকে জাহাজ হইতে তক্তা নামাইয়া সাজাইয়া উটের পিঠে তুলিয়া দিতেছে। সোরের রাজা হীরম এই স্থানে যে সকল কাঠ পাঠাইয়াছিলেন (২ বংশ ২; ১৬), লোকে হয় ত ঠিক এইরূপেই সে সমস্ত সাজাইয়া উটের পিঠে তুলিয়া দিয়াছিল। এখানকার লোক, রাস্তা, রৌদ্র, ধূলা ও গন্ধ, এই সমস্ত ভারতের কথা স্মরণ করাইয়া দিতে লাগিল। কিন্তু একটী বিষয় অনুভব করা কঠিন ব্যাপার যে, পালেষ্টাইনে বিলাতী সাহেব সাহেব নয়, শাসনকর্ত্তৃ-জাতীয় লোক নয়, কিন্তু লোকে খ্রীষ্টীয়ান কুক্কুর জ্ঞানে তাঁহাকে তুচ্ছ করে। তবে তাঁহার সঙ্গে টাকা থাকে, আর ইংরেজ রাজদূতের উপর তাঁহার রক্ষার ভার আছে বলিয়া লোকে কিছু বলে না। কিন্তু আমার যত দূর মনে পড়ে, আমাদের যাত্রার মধ্যে কেহ আমাদের প্রতি কোন অশিষ্ট ব্যবহার করে নাই।

যিরূশালেম যাত্রা।

বেলা দুইটার সময় আমরা শকটারোহণে যিরূশালেম রওয়ানা হইলাম। আমাদের সমস্ত জিনিস পত্র গাড়ীতে চলিল। তখন রেলের রাস্তা তৈয়ারি হয় নাই, কিন্তু এক্ষণে তাহা সমাপ্ত হইয়াছে, রেলগাড়ীতে অল্প ব্যয়ে ও খুব শীঘ্র যাফা হইতে যিরূশালেমে যাওয়া যায়। আমরা প্রথমে যাফাস্থ কমলালেবুর বাগান ও শারোণের তলভূমি (পরমগীত ২; ১) পার হইলাম। আমরা শরৎকালে পালেষ্টাইনে গিয়াছিলাম; সেই সময়ে এই স্থান, এমন কি, সমুদয় পালেষ্টাইন শুষ্ক ও অনাবৃত দেখা যায়; কিন্তু বসন্তকালে সবুজ তৃণাদি ও পুষ্পে একেবারে সুশোভিত হয়। সূর্য্যাস্তের অল্পক্ষণ পরেই আমরা অনুচ্চ একটী গিরিশ্রেণীর পশ্চিম পার্শ্বে উঠিতে লাগিলাম। তার পর এক উপত্যকায় নামিলাম, আবার উচ্চ পাহাড়ে উঠিতে হইল। শীত পড়িয়াছিল, আমরা ক্লান্ত ও নিদ্রাতুর হইয়াছিলাম, আকাশে চাঁদ উঠে নাই; কাজেই যাত্রার সময় আমরা ভাল করিয়া কিছু দেখিতে পাইলাম না। কিন্তু দেশটী যতটা দেখিলাম, তাহাতে আমাদের এইরূপ বোধ হইতে লাগিল, যেন আমরা ইংলণ্ডের কোন পার্ব্বত্য অঞ্চলে উপস্থিত। রাত্রি দুইটার সময় আমরা যিরূশালেম হোটেলে পঁহুছিলাম। এই হোটেল যাফা গেট নামক ফাটকের বাহিরে যিরূশালেমের একটী বৃহৎ শহরতলীতে অবস্থিত।

যিরূশালেমে উপাসনা।

পরদিবস ১লা নবেম্বর রবিবার সকালবেলা আমরা ইংলিশ চর্চ্চে উপাসনায় যোগ দিবার জন্য হাঁটিয়া নগরের মধ্যে গেলাম। মাইল খানেক রাস্তা রৌদ্রে ধুলা ভাঙ্গিয়া যাইতে হইল, রৌদ্রের তেজে পথের দিকে চাওয়া কষ্টকর

বোধ হইল। এইরূপ পথ দিয়া আমরা যাফা গেটে উপস্থিত হইলাম, এবং যিরূশালেম নগরে একবার পদার্পণ করিলাম। এই ফাটকের ভিতর দিকে 'ক্রাইষ্ট চর্চ্চ' অবস্থিত। উপাসনা অতিশয় হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। গীতসংহিতার দ্বিতীয় গীত পঠিত হইল। এই গীতে লেখা আছে, 'আমি আপন পবিত্র সিয়োন পর্ব্বতে আমার রাজাকে স্থাপন করিয়াছি।' আমরা এক্ষণে সেই স্থানেই দণ্ডায়মান। আমরা মনে মনে দৃঢ়রূপে অনুভব করিলাম যে, খ্রীষ্টের রাজ্য বাস্তবিক বিষয়, আর সিয়োন পর্ব্বত যেমন নিশ্চিত ভাবে অবস্থিত, তেমনি খ্রীষ্ট-রাজ্যও নিশ্চয় সমস্ত পৃথিবীতে ব্যাপিবে। 'সিয়োন হইতে' ব্যবস্থা বাহির হইয়াছে (যিশ ২; ৩), তাহা প্রবল হইয়া উঠিবেই উঠিবে। তার পর তৃতীয় গীত পঠিত হইল। এই গীত দায়ূদ এতৎ নগর হইতে পলায়নকালে লিখিয়াছিলেন। তৎপরে প্রতীতি বাক্য পঠিত হইল, 'আমি যীশু খ্রীষ্টেতে বিশ্বাস করি, যিনি জন্মগ্রহণ করিলেন, দুঃখভোগ করিলেন, ক্রুশে বিদ্ধ হইলেন, মরিলেন, কবর প্রাপ্ত হইলেন, পুনরুত্থান ও স্বর্গারোহণ করিলেন।' এই সমস্ত ঘটনা, আমরা যেখানে দাঁড়াইয়াছিলাম, সেখান হইতে তিন ক্রোশের মধ্যেই ঘটিয়াছিল! এই সমস্ত সত্য ঘটনা বলিয়া আমাদের মনে যেন নূতন ভাবে উপস্থিত হইল। যিরূশালেমে সেই দিনের উপাসনা আমরা কথনই ভুলিব না। সেই সময় একবার কি দুইবার নিকটবর্ত্তী তুরকী সৈন্যের বিউগেলের স্বরে আমাদের উপাসনার ব্যাঘাত হইয়াছিল। এই ঘটনায় মনে পড়ে, যীশু যে পুণ্য নগরের বিষয় অশ্রুপাত করিয়াছিলেন, তাহা আজ পর্য্যন্ত তাঁহার শত্রুদের হাতে রহিয়াছে। দ্বিতীয় গীতোক্ত প্রতিজ্ঞাবাক্যের সাফল্য এখনও প্রত্যক্ষ বিষয় নয়, কিন্তু বিশ্বসিতব্য বিষয়।

নগর ভ্রমণ।

উপাসনার পর আমরা শহরে ভ্রমণ করিলাম। নগরের রাস্তাগুলি সঙ্কীর্ণ, দেখিতে প্রায় ভারতবর্ষের বাজারের মত; প্রভেদ এই যে, স্থানে স্থানে খিলানের নীচে দিয়া যাইতে হয়, কেননা ঘরগুলি রাস্তার উপর দিয়া প্রস্তুত। একদিন আমরা একটী পুরাতন রাস্তা দেখিয়াছিলাম, উহা বর্ত্তমান ভূমিতল হইতে ২০। ৩০ ফীট নিম্নে অবস্থিত। ইহার কারণ এই, পুরাতন গৃহাদির কাঁথড়ার উপরেই যিরূশালেম বার বার পুনর্নির্ম্মিত হইয়াছে, সুতরাং এখনকার সমগ্র শহরটীর ও আশপাশের উপত্যকার তল উচ্চ হইয়া উঠিয়াছে। উক্ত রাস্তা যে পুরাতন নগরের রাস্তা, তাহার সন্দেহ নাই। তাহা অদ্যকার রাস্তার সমরূপ। সুতরাং বর্ত্তমান রাস্তাগুলির মত পথ দিয়া খ্রীষ্ট যাতায়াত করিতেন, সন্দেহ নাই। ইহাতে মনের মধ্যে একটী নূতন চিন্তার উদ্রেক হয়। খ্রীষ্ট পথ দিয়া চলিবার সময় কোন কোন লোক আগে যাইবার জন্য হয় ত তাঁহাকে ঠেলিয়া চলিয়া যাইত; কখন কখন উষ্ট্রকে অথবা ভারবাহী গর্দ্দভসহ চালককে পথ ছাড়িয়া দিবার জন্য তাঁহাকে এক পার্শ্বে সরিয়া দাঁড়াইতে হইত; আর আজ কাল যিরূশালেমে যেমন দেখা যায়, তদ্রূপ আত্মাভিমানী উদ্ধতমনা যিহূদীরা তখনও তাঁহার সম্মুখে পড়িত।

পরে 'দম্মেশক' নামক ফাটক দিয়া নগর হইতে বাহির হইয়া, আমরা উভয়ে যে পাহাড়ের অন্বেষণ করিতেছিলাম, সেই পাহাড়ের সম্মুখে উপস্থিত হইলাম। এই পাহাড়কেই এক্ষণে সাধারণে কালভারি পর্ব্বত বলিয়া বিশ্বাস করে। আমরা ইহার পর আর একবার আসিয়া পর্ব্বতটী ভাল করিয়া দেখিব, এই মনস্থ করিয়া শীঘ্র মধ্যাহ্ন ভোজনের জন্য হোটেলে ফিরিয়া গেলাম।

জৈতুন পর্ব্বত ও বৈথনিয়া গ্রাম।

আমরা অপরাহ্নে জৈতুন পর্ব্বত ও বৈথনিয়ায় যাওয়া স্থির করিলাম। আমরা শহরের বাহিরে, তাহার উত্তর পার্শ্বে কালভারির নিকট দিয়া যাইতে যাইতে অনতিবিলম্বে কিদ্রোণ উপত্যকা (২ শমূ ১৫; ২৩। যো ১৮; ১) ও জৈতুন পর্ব্বত দৃষ্টিগোচর হইল। সেই উপত্যকা ও পর্ব্বত নগরের পূর্ব্ব দিকে। আমরা উপত্যকায় গিয়া নামিলাম, এবং জনপ্রবাদ অনুসারে যে স্থানকে গেৎশিমানী বলা যায়, সেস্থানেও উপস্থিত হইলাম; কিন্তু সেইটী গেৎশিমানীর প্রকৃত স্থান কি না, সে বিষয় সন্দেহস্থল। এই জন্য আমরা বাহির হইতে একবার দৃষ্টিপাত করিয়াই পরিতৃপ্ত হইলাম। দায়ূদ অবশালোমের সম্মুখ হইতে পলায়নকালে সম্ভবতঃ যে পথে উঠিয়াছিলেন (২ শমূ ১৫; ৩০), আমরা সেই পথে পর্ব্বতে উঠিলাম। অনতিবিলম্বে নগরটী সুন্দররূপে আমাদের দৃষ্টিগোচর হইল। আর 'মন্দিরের সম্মুখে' (মার্ক ১৩; ৩) বসিয়া খ্রীষ্ট এই স্থানে বা নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে যে সকল কথা বলিয়াছিলেন, তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলাম। উপত্যকায় দৃষ্টি করিয়া দেখিলাম যে, উহা কবরে আচ্ছন্ন, শহরের দিকে মুসলমানদের এবং জৈতুন পাহাড়ের দিকে যিহূদীদের কবর। পর্ব্বত শিখরে রুষীয়েরা একটী অতি উচ্চ স্তম্ভ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। আমরা তথায় আরোহণ করিলাম। শীর্ষদেশ হইতে দৃশ্যটী অতি মনোহর। পশ্চিম দিকে যিরূশালেম, তাহার ওপার্শ্বে পাহাড়; উত্তর দিকে মিস্পী (১ শমূ ৭; ৫) নামক অত্যুচ্চ প্রহরি-গৃহ এবং ইফ্রয়িম পর্ব্বতমালা; দক্ষিণে বৈৎলেহম ও হিব্রোণের নিকটবর্ত্তী পাহাড় সকল; পূর্ব্বদিকে প্রথমে বৈথনিয়া ও যর্দ্দনের মধ্যবর্ত্তী শৈলময় প্রদেশ, তার পর যর্দ্দনের অতিশয় নিম্ন

উপত্যকা এবং মরুসাগরের কিয়দংশ, সর্ব্ব পশ্চাৎ মোয়াব দেশের নীলাভ গিরিশ্রেণী। আমরা স্তম্ভ হইতে বৈথনিয়া পর্য্যন্ত হাঁটিলাম। বৈথনিয়া গ্রাম জৈতুন পর্ব্বতের পূর্ব্ব পার্শ্বে অবস্থিত, গ্রামটী 'যিহূদিয়ার প্রান্তরের', যর্দ্দন নদীর ও মোয়াবের দিকে যেন দৃষ্টি করিয়া আছে। এই স্থান যে কেমন নিঃস্তব্ধ, তাহা দেখিবার আগে তত বুঝিতে পারি নাই। জনকোলাহলপূর্ণ নগর হইতে গিয়া 'মনুষ্য খ্রীষ্ট যীশু' (১ তীম ২; ৫) এই স্থানে কেমন বিশ্রাম লাভ করিতেন! নগরে কত লোক শত্রুভাবে দৃষ্টি করিত, কটু বাক্য প্রয়োগ করিত, সেখান হইতে বাহির হইয়া আসিয়া এই বিরলবাস গ্রামে ভক্তের গৃহে নিরালায় বসিয়া মরিয়ম, মার্থা ও লাসারকে তিনি পারমার্থিক শিক্ষা দিতেন। তাঁহারা তাঁহাকে ভক্তি করিতেন ও তিনি তাঁহাদিগকে ভাল বাসিতেন। আর এই স্থানে তিনি প্রকৃতির চমৎকার সৌন্দর্য্য এবং আপন পিতার বিশ্বস্ততার ও প্রেমের নিদর্শনস্বরূপ সেই 'চিরন্তন পর্ব্বত' (আ ৪৯, ২৬) অবলোকন করিতেন। শরৎকালে ক্ষেত্র সকল খালি পড়িয়া থাকে, কিন্তু নিস্তারপর্ব্বের সময়ে, অর্থাৎ বসন্তকালে না জানি সেই ক্ষেত্রসমূহ ফুল ফলে সুশোভিত হইয়া নয়নের কেমন তৃপ্তিকর দেখায়! এই গ্রামেই প্রভু বলিয়াছিলেন, 'আমিই পুনরুত্থান ও জীবন;' এই গ্রামেরই একটী কবরের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া তিনি বলিয়াছিলেন, 'লাসার! বাহিরে আইস;' আবার এই শৈলোচ্চয়ের এক স্থান হইতেই তিনি মেঘারূঢ় হইয়া স্বর্গে গেলেন। (যো ১১; ২৫, ৪৩। লূক ২৪; ৫০)। কোন্ ভক্তের হৃদয় বৈথনিয়া গ্রাম বিস্মৃত হইতে পারিবে?

হিব্রোণ যাত্রা।

সোমবার সকালবেলা আমরা দূরযাত্রার জন্য প্রস্তুত হই-

লাম; স্থির করিলাম, হিব্রোণ নগরে গিয়া বৈৎলেহমের পথে ফিরিয়া আসিব; সর্ব্বশুদ্ধ ৪০ মাইল পথ। রাস্তা বরাবর ভাল; আমরা যে গাড়ীতে যিরূশালেমে আসিয়াছিলাম, সেই গাড়ীতেই হিব্রোণ চলিলাম। প্রাতে সাড়ে ছয়টার সময় রওয়ানা হইলাম। নগর-প্রাচীরের পশ্চিম পার্শ্বস্থ পথ ধরিয়া গেলাম। অনতিবিলম্বে আমরা হিন্নোমের উপত্যকায় উপস্থিত হই, এই উপত্যকা আমাদের পথের পূর্ব্ব দিকে অর্থাৎ বাম হাতে রহিল। পশ্চিম দিকে রফায়িম উপত্যকা; এই স্থানে দায়ূদ দুইবার পলেষ্টীয়দিগকে আঘাত করিয়াছিলেন (২ শ ৫; ১৮-২৫)। এই উপত্যকার মধ্য দিয়া এক্ষণে রেলওয়ে হইয়াছে। যিরূশালেম হইতে দুই ক্রোশ গেলে পর আমরা রাহেলের কবর দেখিতে পাইলাম, এস্থলেই যে যাকোবের প্রিয়া ভার্য্যা রাহেল সমাধিপ্রাপ্তা হন, ইহারসন্দেহ নাই (আদি ৩৫; ১৬-২০)। স্থানটী বৈৎলেহমের অনতিদূরে অবস্থিত।

অতঃপর বৈৎলেহম যাইবার পথ ছাড়িয়া হিব্রোণে চলিলাম। পথে দেখিলাম, পুরুষ লোকে গাছে মই লাগাইয়া জৈতুন ফল পাড়িতেছে, আর নীচে স্ত্রীলোকেরা কুড়াইতেছে। আর দুই এক মাইল যাইতে আমরা শলোমনের সরোবর দেখিলাম, শলোমন যিরূশালেমে জল যোগাইবার জন্য উহা প্রস্তুত করিয়াছিলেন। যাইতে যাইতে পথিপার্শ্বে অনেকগুলি শৈল-সমাধি দেখিলাম। এই প্রকার শত শত শৈলে খোদিত কবর পালেষ্টাইনে পাওয়া যায়। এ অঞ্চলে প্রায় গাছ পালা বা জলবিন্দু দৃশ্য হইল না, বোধ হইল, যেন সব ধু ধু করিতেছে। আমি পরে শুনিয়াছি যে, এমন লোক এখনও বাঁচিয়া আছে, যাহারা বরাবর এই পথে গাছপালা দেখিয়াছে, কিন্তু সেই সকল গাছ কাটিয়া ফেলা হইয়াছে। কয়েক ঘন্টা পরে আবার হরিৎ তরুপল্লবাদি

আমাদের দৃষ্টিগোচর হইল, পরে শীঘ্রই বুঝিতে পারিলাম যে, আমরা এক দ্রাক্ষার অঞ্চলে আসিতেছি। বস্তুতঃ আমরা হিব্রোণ উপত্যকার নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিলাম। এই স্থানে যে দ্রাক্ষা জন্মে, উহাই 'ইস্কোলের দ্রাক্ষা' (গণ ১৩; ২২, ২৩) নামে খ্যাত।

হিব্রোণে ভ্রমণ :

হিব্রোণ বাহির হইতে দেখিতে বেশ সুন্দর। আমরা হিব্রোণের মধ্যে বেড়াইতে লাগিলাম; হিব্রোণের মুসলমানেরা উগ্রস্বভাব, সে জন্য আমাদের সঙ্গে এক জন গার্ডের বা রক্ষকের যাওয়া আবশ্যক হইয়াছিল। সে গার্ড সেখানকার পুলিশ সংক্রান্ত একটী যুবক। মক্পেলার গুহা এক বড় মস্‌জিদে সমাবৃত। সাধারণতঃ মস্‌জিদগুলি যে আকারের দেখা যায়, এটী সে আকারের নয়; ইহা মহম্মদের সময়ের পূর্ব্বে যিহুদী বা খ্রীষ্টীয়ানদের দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছিল। মস্‌জিদটী আমরা বাহির হইতে দেখিলাম। বলা বাহুল্য যে, আমরা খ্রীষ্টীয়ান বলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিতে পারি নাই। মক্পেলার গুহা যে এই স্থানে স্থিত, ইহার সন্দেহ নাই। এ স্থলেই অব্রাহাম, সারা, ইস্‌হাক, রিবিকা, যাকোব ও লেয়ার কবর হইয়াছিল; আর যখন যাকোবের দেহ পূতিঘ্ন-দ্রব্যযুক্ত করা হইয়াছিল (আ ৫০; ২), তখন তাহা নষ্ট হয় নাই, অদ্য পর্য্যন্ত সেখানে রহিয়াছে। পরে আমরা শহরের মধ্য দিয়া গিয়া বাহিরে একটী জলাশয়ের নিকটে পঁহুছিলাম, এই স্থানে দায়ূদ ইশ্‌বোশতের হত্যাকারীদের ফাঁশি দিয়াছিলেন (২ শমূ ৪; ১২)। অতঃপর আমরা ভোজনার্থে হোটেলে গেলাম। তথায় ভোজনের পর ইস্কোলের তাজা দ্রাক্ষাফল খাইলাম। ইহার আস্বাদ বড় সুন্দর। যখন গাড়ী প্রস্তুত হইতেছিল, আর আমরা অপেক্ষায় ছিলাম,

তখন হিব্রোণে ঘটিত শাস্ত্রোক্ত ব্যাপারগুলি স্মরণ করিতে লাগিলাম। যিহুদার উন্নতভূমির অতি উচ্চ অংশে ইহা স্থাপিত। বৈথেলে (বৈথেল এখান হইতে ত্রিশ মাইল উত্তরে) অব্রাহাম লোট হইতে স্বতন্ত্র হইয়া শেষে এই স্থানে আইসেন (আ ১৩; ৩,১৮)। অনেক বৎসর হিব্রোণ অব্রাহামের নিবাসস্থান ছিল। এই স্থানে ঈশ্বর তাঁহাকে আকাশের তারা দেখাইয়া বলিয়াছিলেন, 'তোমার বংশ এই রূপ হইবে'। এই স্থানে 'অব্রাহাম ঈশ্বরে বিশ্বাস করিলেন'; এবং 'বিশ্বাস দ্বারা ধার্ম্মিকীকৃত হওয়া যায়,' ঈশ্বরীয় এই ত্রাণোপায় স্থিরীকৃত হইল (আ ১৫; ৫, ৬)। ইশ্মায়েল ও ইস্‌হাক এই স্থানে বাল্যকাল যাপন করেন, আর ঈশ্বর অব্রাহামের সহিত নিয়ম স্থির করেন (আ ১৭; ২)। এখানকার কোন এক স্থলে স্বীয় তাম্বুতে অব্রাহাম দিব্য-দূতদিগের, এমন কি, দূতদিগের প্রভুরও অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন (আ ১৮; ১)। এই স্থলে তিনি সারার কবর দেন এবং আপনিও কবর প্রাপ্ত হন (আ ২৩; ১৯। ২৫; ৯)। ইস্‌হাক জীবনের শেষকাল এই স্থানে যাপন করিয়াছিলেন, এবং এষৌ ও যাকোব ভ্রাতৃদ্বয় তাঁহার সমাধি উপলক্ষে একবার এই স্থানে সমাগত হইয়াছিলেন (আ ৩৫; ২৭-২৯)। এই স্থানে পর্ব্বতের ধারে ধনবান্ যাকোব আপন দাসগণ ও পশুপাল লইয়া বাস করিয়াছিলেন। আর এই স্থান হইতে তিনি আপন প্রিয় পুত্রকে (সে কয়েক দিন পরে আবার ফিরিয়া আসিবে, এই আশায়) তাহার ভাইদের কাছে পাঠাইয়াছিলেন (আ ৩৭; ১৪); বোধ হয়, যে পথে আমরা আসিয়াছিলাম, সেই পথেই পাঠাইয়াছিলেন। কিন্তু পরে সেই প্রিয়তম সন্তানের কথা মনে করিয়া কত মনোদুঃখ, কত মনঃকষ্ট পাইয়াছিলেন! 'জগতে আর আমি যোষেফকে দেখিতে পাইব না! কেন

তাহাকে একা পাঠাইয়াছিলাম!' এই বলিয়া তিনি না জানি কত দুঃখ, কত আত্মগ্লানি ভোগ করিয়াছিলেন! এই ঘটনার কুড়ি বৎসর পরেও বোধ হয় যাকোব এই হিব্রোণে বাস করিতেছিলেন; সেই সময়ে তাঁহার সন্তানেরা মিসর হইতে দ্বিতীয় বার ফিরিয়া আসিয়া এই সংবাদ দিল যে, যোষেফ এখনও বাঁচিয়া আছে, স্বধু তাহা নয়, কিন্তু সমস্ত মিসর দেশের শাসনকর্ত্তা হইয়াছে। তৎপূর্ব্বে যাকোব এই স্থানে মনের উদ্বেগে বলিয়াছিলেন, "সকলই আমার প্রতিকূল হইতেছে," কিন্তু শেষে বুঝিতে পারিলেন যে, ঈশ্বর সমস্ত ঘটনার দ্বারা তাঁহার মঙ্গলই সাধন করিতেছিলেন (আ ৪২ ; ৩৬। রোম ৮ ; ২৮)। হিব্রোণ নগরে চরেরা আসিয়াছিল, আর সময়ানুক্রমে কালেব এই নগর অধিকার করিয়া এস্থলে বাস করিয়াছিলেন (গণ ১৩ ; ২২। যিহো ১৫ ; ১৩)। হিব্রোণ একটী আশ্রয়-নগর ছিল, ভ্রমপ্রমাদে পড়িয়া যে নরহত্যা করিত, সেই নরহন্তা দৌড়িয়া আসিয়া নগরপ্রাচীরের মধ্যে পদার্পণ করিতে পারিলে আপনাকে কৃতার্থম্মন্য বিবেচনা করিয়া আনন্দ করিত (যিহো ২০ ; ১-৭)। দায়ূদ এই স্থলে দুই বার রাজপদে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন (২ শমূ ২ ; ৪। ৫ ; ৩। ১৫ ; ৯, ১০), আর এই স্থানে অবশালোম পিতার বিরুদ্ধে কুমন্ত্রণা করিয়াছিল। ঘটনাস্থল হিব্রোণ দেখিলে এই সকল ঘটনা কেমন সত্য বলিয়া প্রতীত হয়! কোন স্থানের ফটোগ্রাফ দেখিলে যেমন সেই স্থানের প্রকৃত অস্তিত্বের কথা মনে পড়ে, তদ্রূপ হিব্রোণ নগর দেখিলে এই সকল ঐতিহাসিক ঘটনা প্রকৃত বলিয়া মানসপথে উদিত হয়।

বৈৎলেহমের পথে প্রত্যাগমন।

আমরা বৈৎলেহমের পথে ফিরিয়া আসিলাম, কিন্তু

দুঃখের বিষয়, পথে অনেক বিলম্ব হওয়ায় প্রায় সূর্য্যাস্তকালে বৈৎলেহমে পঁহুছিলাম। বৈৎলেহমের আকৃতিগত বিলক্ষণ সৌন্দর্য্য আছে। আর অধিবাসীদের মধ্যে অনেকেই খ্রীষ্টীয়ান। নগরটী এক পাহাড়ের উপরে অবস্থিত, এখান হইতে যিহুদার প্রান্তর, মরুসাগরের নিম্নভূমি এবং মোয়াবের পাহাড় স্পষ্টই দেখা যায়। মোয়াবীয়া রুৎ বৈৎলেহম হইতে প্রতিদিন আপনার জন্মভূমির অন্তর্গত পাহাড়গুলি সুস্পষ্ট মেঘরেখার ন্যায় দেখিতে পাইতেন। আমরা খ্রীষ্টের জন্মস্থান সংক্রান্ত উপাসনা-মন্দিরে গিয়াছিলাম। বোধ হয়, এই স্থানটীই বাস্তবিক খ্রীষ্টের জন্মস্থান, কিন্তু তাহা নিশ্চয় বলা যাইতে পারে না। দেখিলে দুঃখ হয়, তুরকী সিপাহিরা বিবাদী খ্রীষ্টীয়ানদিগের মধ্যে শান্তিরক্ষার জন্য এই স্থানে নিয়োজিত আছে! আমরা দায়ূদের কূপ (২ শমূ ২৩; ১৫) দেখিলাম, আর আমার সঙ্গী উহার মধ্যে পড়িতে পড়িতে বাঁচিয়া গেলেন। আমরা ক্লান্ত হইয়া ফিরিয়া আসিলাম, কিন্তু দিনমানে যে সমস্ত দেখিয়াছিলাম, সেগুলি আমাদের হৃৎপটে অঙ্কিত হইয়া রহিল।

কালভারি গিরি ও যীশুর কবর।

পরদিন মঙ্গলবার প্রাতে আমরা অবকাশ পাইয়া কালভারি পাহাড় দেখিতে গেলাম। আজ কাল অধিকাংশ বিজ্ঞ লোক সেই পাহাড়টীকে কালভারি মনে করিয়া থাকেন। উহার বর্ত্তমান চলিত নাম ‘যিরমিয়াহের গহ্বর’। এটী অনুন্নত গোলাকার পাহাড়, ‘দম্মেশক গেট’ নামক ফাটকের বহির্ভাগে স্থিত; সেই ফাটক দিয়া উত্তরাভিমুখ রাস্তা যিরূশালেম হইতে চলিয়াছে। মাথার খুলির সহিত ইহার আকারগত সাদৃশ্য আছে, ইহাতে যে কয়েকটী গহ্বর আছে, সেগুলি চক্ষুঃ-কোটরের ন্যায় দেখায়। বহু কালাবধি

এই স্থান কবরস্থান রূপে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। যিহূদীদের মধ্যে জনশ্রুতি আছে যে, এই স্থান 'প্রায়শ্চিত্ত স্থান,' সাধারণ বধভূমি ছিল; ইহা ফাটকের বাহিরে অথচ খুব নিকটে। দুইটী প্রকাশ্য পথ এই স্থানের নিকট দিয়া গিয়াছে। সুতরাং পথিকেরা এই পাহাড়ের উপরে ঘটিত ব্যাপার সহজে দেখিতে পাইয়াছিল, এবং দূর হইতেও (জৈতুন পর্ব্বত বা আর কোন পাহাড় হইতে) স্ত্রীলোক প্রভৃতি খ্রীষ্টের বিশেষ বন্ধুরা এখানকার হৃদয়বিদারণ ব্যাপার দেখিতে পারিয়াছিলেন (লূ ২৩; ৪৯)। শাস্ত্রে গল্‌গথা বা মাথারখুলি নামক স্থানের যে বর্ণনা আছে, তাহা সর্ব্বাংশে এখানকার সম্বন্ধে খাটে। আমরা পাহাড়ের উপরে উঠিবার সময় একটী উদ্যানের মধ্য দিয়া গিয়াছিলাম, তথায় একটী লোকের সঙ্গে দেখা হইলে সে বলিল, 'একটী শৈল-সমাধি সম্প্রতি বাহির হইয়া পড়িয়াছে, যদি দেখিতে চান, দেখাইতে পারি।' যীশু যেখানে ক্রুশে বিদ্ধ হইয়াছিলেন, সেইখানে একটী উদ্যা-নের মধ্যে এক কবর আবিষ্কৃত হইয়াছে, উহা ত দেখিবারই বিষয়, তাই আমরা দেখিতে গেলাম। আমরা পরে শুনি-য়াছি, জেনেরেল গর্ডন এবং আরও অনেকের বিশ্বাস এই যে, এই কবরেই খ্রীষ্ট শয়ন করিয়াছিলেন। বাস্তবিক কেহ কেহ বলবৎ যুক্তি প্রদর্শন করিয়া বলেন, এই পাহাড়ই কাল-ভারি, আর এই কবরই খ্রীষ্টের কবর। এই পাহাড় যদি কালভারি হয়, তবে এ কথা নিশ্চয় যে, নিকটেই কোন স্থলে খ্রীষ্টের কবর হইয়াছিল, আর সেই কবর শৈলে খোদিত ছিল, সুতরাং উহা বাস্তবিক এখনও বিদ্যমান রহিয়াছে। আমরা যে কবরটী দেখিয়াছিলাম, উহা অপরিসমাপ্ত; উহাতে চারিটী দেহ ধরিতে পারে, কিন্তু একটীমাত্র দেহের জন্য স্থান প্রস্তুত রহিয়াছে। আর সেই একটী দেহের স্থান চিহ্নিত

করণার্থে একখানি পাথর আছে, তদ্ভিন্ন আর পাথর নাই। আমাদিগের প্রভুর কবরে আর কখনও কোন শব রাখা হয় নাই। উহা অরিমাথীয় যোষেফের জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল, আর নিকটবর্ত্তী বলিয়া খ্রীষ্টের দেহ উহাতেই সমাহিত হইয়াছিল (যো ১৯; ৪১, ৪২)। পরেও যে উহাতে আর কোন দেহ রাখা হইয়াছে, তাহাও বোধ হয় না। খ্রীষ্টের প্রতি ভক্তি ও সমাদর প্রযুক্ত লোকে ঐ কবরে সম্ভবতঃ আর কাহাকেও সমাহিত করে নাই। এই কবরের মুখ এমন ভাবে প্রস্তুত যে, যোহনের মত (যো ২০; ৫) এক জন লোক প্রবেশ না করিয়াও ভিতরে দৃষ্টিপাত করিলে কাপড় দেখিতে পাইত। এই সকল কারণে এবং অন্যান্য কারণে অনেকে অনুমান করেন যে, এই কবরই প্রভুর কবর হওয়া সম্ভব। পক্ষান্তরে অন্য কেহ কেহ এরূপ অনুমান করেন যে, এ কবরে নয়, কিন্তু অনতিদূরস্থ অন্য একটী কবরে খ্রীষ্ট শায়িত হইয়াছিলেন। এই পাহাড় যদি কালভারি পাহাড় হয়, তবে তাঁহার কবরও ইহার নিকটে কোন স্থানে হইয়া থাকিবে, সন্দেহ নাই।

তৎপরে আমরা পাহাড়ের উপরে উঠিলাম। এইটী যদি কালভারি পাহাড় হয়, তবে আমাদের প্রভু যখন ক্রুশের উপরে ছিলেন, তখন, যে নগরীর প্রতি তাঁহার প্রাণের মমতা ছিল, সেই নগরী তাঁহার চক্ষের সম্মুখেই ছিল। প্রায় বামদিকে জৈতুন পর্ব্বত, হয় ত এই পর্ব্বতেই অবস্থিত হইয়া দূর হইতে স্ত্রীলোকেরা তাঁহার প্রতি নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। জৈতুন পর্ব্বতের এক পার্শ্বে বৈথনিয়া, সেই স্থান হইতে তিনি ছয় সপ্তাহের পরে ঊর্দ্ধে নীত হন।

ডোক সাহেবের যিরীহো যাত্রা।

মধ্যাহ্নের পর ডোক সাহেব যিরীহো নগরে গেলেন, কিন্তু মরুসাগরের দিকে যাওয়া আমার পক্ষে নিতান্ত ক্লান্তিজনক

হইবে বুঝিয়া আমি যিরূশালেমেই রহিলাম। সাহেব যর্দ্দন নদীর অতীব নিম্ন তলভূমির মধ্য দিয়া গিয়াছিলেন। এই তলভূমিতে যিরীহো নগর স্থিত ছিল; তাহা সমুদ্র হইতে ৮০০ ফীট নিম্ন, আর যিরূশালেম যখন সমুদ্র হইতে ২৫০০ ফীট উচ্চ, তখন যিরূশালেম হইতে সেই তলভূমিতে যাইতে হইলে ৩৩০০ ফীট নামিতে হইবে; এই জন্য শাস্ত্রে লেখা আছে 'এক ব্যক্তি যিরূশালেম হইতে যিরীহোতে "নামিয়া" যাইতেছিল' (লূ ১০; ৩০)। ডোক সাহেব প্রথমে যিরীহোতে যান। সকলেজানেন, যিরীহো পূর্ব্বে প্রসিদ্ধ নগর ছিল, কিন্তু এখন একখানি ছোট গ্রাম মাত্র সে স্থানে রহিয়াছে। সেই স্থানে অদ্যাপি একটী উনুই আছে, বোধ হয়, ইহা সেই উনুই যাহার জল ইলীশায় মিষ্ট করিয়াছিলেন (২ রাজ ২; ২২)। পরদিনে ডোক সাহেব মরুসাগর এবং যর্দ্দন নদী দেখিতে যান; উভয় স্থানই যিরীহো হইতে ক্রোশ তিনেক দূরস্থ। তৃতীয় দিন সাহেব যিরূশালেমে ফিরিয়া আইসেন। যিরীহো যিরূশালেম হইতে অনুমান দশ ক্রোশ।

বৈথনিয়ার মিশনবাটী দর্শন।

বুধবার আমি আর একবার জৈতুন পর্ব্বতে ও বৈথনিয়াতে গেলাম, শেষোক্ত স্থানে যে নুতন মিশনবাটী নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহাও দেখিলাম। এই বাটীতে মিস্ ক্রফোর্ডকে দেখিয়া আহ্লাদিত হইলাম; ইনি ইতিপূর্ব্বে দক্ষিণ ভারতে পন্‌রুটী নামক স্থানে মিশন কার্য্যে ব্যাপৃত, এবং কলিকাতায় ১৮৮২ সালের মিশনরী কন্‌ফারেন্স সভায় উপস্থিত ছিলেন। ইনি বৈথনিয়ায় একটী ডিস্‌পেন্‌সেরি খুলিবার মানস করিয়াছিলেন, প্রভু উপায় যুটাইয়া দিলে সেই কার্য্যে বিশেষ উপকার হইবে।

পুরাতন বন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাৎ।

এই দিন সন্ধ্যার পর আমি ক্রাইষ্ট চর্চ্চ সংক্রান্ত স্কুল গৃহে ভারতীয় মিশন কার্য্য সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়াছিলাম। এখানে এক জন পুরাতন বন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়ায় অত্যন্ত আনন্দিত হইলাম। ইনি কলিকাতার আর, স্কট, মন্‌ক্রিফ সাহেব। ভারতবর্ষে যত লোক এই সাহেবকে চিনিতেন, সকলেই ইহাঁকে প্রেম ও সমাদর করিতেন। সম্প্রতি যে সকল নিরাশ্রয় যিহূদী পালেষ্টাইনে আসিয়াছে, তাহাদের মধ্যে পয়সা কড়ি বিতরণ দ্বারা উপকার করণার্থে তিনি যিরূশালেমে উপস্থিত ছিলেন।

খ্রীষ্টীয়ানদের অবস্থা।

যিরূশালেমস্থ মিশনরীদের সঙ্গে আলাপ করিয়া জ্ঞাত হইলাম যে, পালেষ্টাইনে যিহূদী জন-সংখ্যা পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক বাড়িয়াছে। কিন্তু এখনও এক লক্ষের ন্যূন বই অধিক নহে। যাহা হউক, যিরূশালেমে উহাদের সংখ্যা এত বৃদ্ধি পাইয়াছে যে, নগরবাসীদের তিন চতুর্থাংশ এক্ষণে যিহূদী। নগরের পশ্চিম ধারে প্রাচীরের বাহিরে অনেক ঘর বাড়ী তৈয়ার হওয়াতে সেই দিকে নগরের বৃদ্ধি হইয়াছে। অত্রত্য যিহূদীদের অনেকে খ্রীষ্টীয়ান হইয়াছে। খ্রীষ্টীয়ান যিহূদীদিগকে কোন না কোন একটা ব্যবসায় শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে, তাহার পর তাহাদিগকে জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য অন্যত্র পাঠান হয়। মুসলমানদের মধ্য হইতে অতি অল্পই লোক খ্রীষ্টীয়ান হইয়াছে। কোন মুসলমান খ্রীষ্টীয়ান হইলে তাহাকে দেশের সীমার বাহিরে পাঠাইয়া দিতে হয়। মুসলমান খ্রীষ্ট-ধর্ম্ম গ্রহণ করিলে তুরুষ্কীয় ব্যবস্থামতে কোন দোষ হয় না বটে, কিন্তু প্রকারান্তরে তাহার প্রাণ লইয়া টানাটানি পড়িয়া যায়। বঙ্গ দেশের লোকে কথায় বলে, "খোদাই

না তোর উঠান চসি," তুরুস্কে এই প্রণালীতে কাজও হইয়া থাকে; মুসলমান কেহ খ্রীষ্টীয়ান হইলে তাহার নামে হয় ত একটা মিথ্যা অভিযোগ উপস্থিত করা হয়, তাহার পর তাহাকে কারাগারে কষ্ট ভুগিয়া মরিতে হয়। ঈশ্বরের ধন্য-বাদ করি, ভারতবর্ষে আমরা কি হিন্দু কি মুসলমান সকলের মধ্যে স্বাধীন ভাবে কার্য্য করিতে পারি, এবং এদেশের লোকেও অধিকাংশ স্থলে স্বাধীন ভাবে খ্রীষ্ট-ধর্ম্ম গ্রহণ ও পালন করিতে পারে।

বৃহস্পতিবার সকাল বেলা আমি মন্‌ক্রিফ সাহেবের সঙ্গে 'মাথার খুলি পাহাড়ে' গেলাম, তাঁহার কাছে শুনিলাম যে, পূর্ব্বোল্লিখিত উদ্যান ও কবর কিনিয়া যেন সুন্দররূপে রক্ষা করা যায়, এই জন্য টাঁদা সংগ্রহের কল্পনা হইতেছে। অল্পদিন হইল সে ভূমি কেনা হইয়াছে।

যিরূশালেমে মোরিয়া পর্ব্বত দর্শন।

বৈকালে ডোক সাহেব ও আমি যিরূশালেম নগরটী আরও ভাল করিয়া দেখিবার জন্য বাহির হইলাম। প্রথমে আমরা মোরিয়া পর্ব্বতে যাই, যাহার উপরে যিহূদীয় মন্দির স্থাপিত হইয়াছিল (২ বংশ ৩; ১)। যিরূশা-লেম দুই পর্ব্বতের উপরে স্থাপিত, সেই দুইয়ের মধ্যে মোরিয়া পর্ব্বত পূর্ব্বদিকে। সাধারণের বিশ্বাস যে, এই পর্ব্বতে অব্রাহাম আপন পুত্র ইস্‌হাককে উৎসর্গ করিলেন (আ ২২; ২)। দায়ূদের সময়ে এই পর্ব্বতের উপরে অরৌণার শস্যমর্দ্দনস্থান ছিল: তিনি সে স্থান ক্রয় করিলেন (২ শমু ২৪; ১৮-২৫), এবং শলোমন সেই স্থানে মন্দির নির্ম্মাণ করিলেন। পরে হেরোদের মন্দিরও সেই স্থানে নির্ম্মিত হয়। তাহা বিনষ্ট হইলে পর শত শত বৎসর আর কোন গাঁথনি মন্দিরের স্থানে নির্ম্মিত হয় নাই, কিন্তু যিরূ-

শালেম মুসলমানদের হস্তগত হইলে পর সেই স্থানে একটী অতি সুন্দর মস্‌জিদ নির্ম্মিত হয়; ওমার খালিফের নামানুসারে তাহাকে 'ওমারের মস্‌জিদ' বলা যায়। সেই মস্‌জিদের দক্ষিণে এল-আক্‌সা নামক আর একটী মস্‌জিদ আছে, তাহা পূর্ব্বে খ্রীষ্টীয়ানদের গীর্জ্জা ছিল। মুসলমানেরা যিরূশালেমকে 'এল-কুদ্‌স' (পবিত্র স্থান) এই নাম দিয়াছেন, এবং মক্কা ও মদীনার পরে সেই নগরকে বিশেষ পুণ্য স্থান বলিয়া গণনা করেন। এই পুণ্য নগরে ওমারের মস্‌জিদ আবার বিশেষ পুণ্যধাম বলিয়া পরিগণিত; ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে এই মন্দিরে কোন খ্রীষ্টীয়ান প্রবেশ করিলে তাহার প্রাণ বাঁচাইয়া আসা দায় হইত। এক্ষণে খ্রীষ্টীয়ানেরা কিছু পয়সা দিতে পারিলেই স্বেচ্ছামতে এই মস্‌জিদের ভিতরে যাইতে পারে। মোরিয়া পর্ব্বতের সর্ব্বোচ্চ ভাগে এই মস্‌জিদ্ নির্ম্মিত। পর্ব্বতশিখরের অন্য অংশ সমভূমি করিবার সময় এই অংশটী যেমন তেমনি রাখিয়া দেওয়া হইয়াছিল। উহা ৬০ ফীট লম্বা, ৫০ ফীট চৌড়া, এবং ১৬ ফীট উচ্চ। কেন এই অংশও সমান করা হয় নাই, বলিতে পারা যায় না। সাধারণতঃ লোকের বিশ্বাস এই যে, হয় এই অংশে যিহূদীয় মন্দিরের পিত্তলময় বৃহৎ বেদি, নয় মহাপবিত্র স্থান ছিল।

বৈথেস্‌দা সরোবর দর্শন।

যাহা হউক, এ স্থান হইতে আমরা অনতিদূরে একটী নবাবিষ্কৃত পুরাতন সরোবর দেখিতে গেলাম; খুঁড়িতে খুঁড়িতে এই সরোবর বাহির হইয়া পড়িয়াছে। সম্ভবতঃ এইটী বৈথেস্‌থা সরোবর, যেখানে প্রভু যীশু ৩৮ বৎসরের এক রোগগ্রস্ত ব্যক্তিকে সুস্থ করিয়াছিলেন (যো ৫; ২)। যাইবার সময় আমরা এক রোমান ক্যাথলিক গির্জ্জার হাতার মধ্য দিয়া গিয়াছিলাম, মরিয়ম কুমারীর এক

প্রতিমার খুব নিকট দিয়া যাইতে হইয়াছিল। এই মূর্ত্তি দেখিয়া আমাদের মন দুঃখে পূর্ণ হইল; এইমাত্র মুসলমান-দের দুইটী মস্‌জিদ দেখিয়া আসিলাম, উহার মধ্যে কোন প্রতিমা নাই, এক্ষণে খ্রীষ্টীয়ানদের অধিকারে প্রতিমাপূজার চিহ্ন দেখিয়া কাহার না মনে দুঃখ হয়! এই সময়ে আমাদের মনে হইল যে, সেকালে আরবদেশীয় খ্রীষ্টীয় মণ্ডলী যদি প্রতিমাপূজার পাপে পতিত না হইত, তবে মহম্মদ যখন সরল মনে ঈশ্বরের পথ অনুসন্ধান করিতেছিলেন, তখন খ্রীষ্টীয়ান হইতে পারিতেন।

সরোবর দেখিয়া আমরা 'যিহূদীদের বিলাপ-স্থলে' গেলাম; এ স্থানে মন্দির সংক্রান্ত একটী অতিশয় প্রাচীন দেওয়াল আছে। প্রতিদিন যিহূদীরা সেখানে গিয়া তাহাদের জাতি, দেশ ও মন্দিরের দুরবস্থা জন্য ক্রন্দন করিয়া থাকে। পরে আমরা নগর-প্রাচীরের দিকে গিয়া সেখান হইতে শীলোহ সরোবর (যিশ ৮;৬। যো ৯; ৭) দেখিলাম, তৎপরে যিহূদীদের সমাজ-গৃহে গেলাম। দেখিলে মনে বড়ই দুঃখ হয়, অব্রাহামের বংশ ঈশ্ব-রের মনোনীত নগরে এখনও মশীহকে অগ্রাহ্য করিয়া আসিতেছে, অথচ মশীহ সেই নগরেই তাহাদিগের জন্য দুঃখ ভোগ করিয়া মরিয়াছিলেন, ও সেই নগরেই মৃত্যুকে জয় করিয়া পুনরুত্থান করিয়াছিলেন। একজন যিহূদী প্রচার-কের দেখা পাইলাম, তিনি লোকদের সহিত আলাপ করিতে করিতে বলিতেছিলেন, "আমরা যে মশীহকে চাই, তিনি ক্রুশে বিদ্ধ ব্যক্তি নহেন, আমরা চাই রাজা।"

যিরূশালেমে শেষ ভ্রমণ।

পরদিন সকালবেলা আমরা শেষবার যিরূশালেমে বেড়া-ইতে বাহির হইলাম। প্রথমে আমরা ভূগর্ভস্থ প্রস্তরাকর

দেখিতে গেলাম; এই আকরগুলি ঠিক শহরের নীচে, দম্মেশক ফটকের নিকটে, 'মাথারখুলি পাহাড়ের' সম্মুখে, রহিয়াছে। শলোমনের সময় বা তাহারও পূর্ব্ব হইতে অট্টালিকাদি নির্ম্মাণ জন্য এই সকল প্রস্তরাকরে পাথর কাটিয়া প্রস্তুত করা হইত, আর এইরূপে প্রস্তর কাটিয়া নগর নির্ম্মাণ করা হইয়াছিল। আমরা দীপালোক সহযোগে হাঁতড়াইতে হাঁতড়াইতে অনেক দূর গেলাম, স্থানে স্থানে দেখিলাম, ন্যূনাধিক তিন সহস্র বৎসর পূর্ব্বে প্রস্তরাকরে কার্য্যকারী মিস্ত্রিরা গোঁজ মারিয়া শৈল ভাঙ্গিবার জন্য পার্শ্বে পার্শ্বে যে সকল গর্ত্ত করিয়াছিল, তাহার চিহ্ন অদ্যাপি বর্ত্তমান রহিয়াছে। ইহার পর আমরা পূর্ব্বোল্লিখিত পুরাতন রাস্তা দেখিতে গেলাম; উহা বর্ত্তমান ভূতল হইতে ২০ বা ৩০ ফীট নিম্নে অবস্থিত, সম্প্রতি ভূমি খনন পূর্ব্বক উহা আবিষ্কার করা হইয়াছে। এই পথ দিয়া হয় ত আমাদের প্রভু, বা যিশায়াহ, এমন কি, দায়ূদও যাতায়াত করিয়া থাকিবেন। সর্ব্বশেষে আমরা 'পুণ্য সমাধি' নামক সমাধি-মন্দির দেখিতে গেলাম। অনেক যাত্রীর বিবেচনায়, যিরূশালেমে দেখিবার বিষয় যাহা কিছু আছে, তন্মধ্যে এই কবরই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। কেননা শত শত বৎসর অবধি লোক সাধারণের বিশ্বাস আছে যে, এই স্থানেই প্রভু যীশু কবরে শায়িত হইয়াছিলেন। আমরা কিন্তু বিশ্বাস করি না যে, ইহাই প্রভুর কবর। আবার ভিন্ন ভিন্ন প্রতিদ্বন্দ্বী খ্রীষ্টীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে এই স্থানে কখনও কখনও ভয়ানক গণ্ডগোল ও মারামারি হইয়া গিয়াছে। এই প্রকার যে সকল হৃদয়-বিদারণ অখ্রীষ্টীয় ব্যাপার এই স্থানে সাধিত হইয়াছে, তাহা স্মৃতি-পথারূঢ় হওয়ায় আমাদের হৃদয় দুঃখাতুর হইয়া পড়িল, আমরা একবার যেমন তেমন করিয়া দেখিয়া সত্বর প্রস্থান করিলাম। তৎপরে আমরা

কতকগুলি ফটোগ্রাফ ও কাঠের জিনিষ কিনিলাম। সেই সকল জিনিষ নগরের স্মরণার্থক চিহ্নরূপে জৈতুন কাষ্ঠে প্রস্তুত হইয়া থাকে। পরে আমরা হোটেলে গিয়া আহার করিয়া উত্তরাভিমুখী যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইলাম।

যিরূশালেম উত্তরদক্ষিণাভিমুখী দুইটী প্রধান পাহাড়ের উপর নির্ম্মিত হইয়াছিল, মধ্যে এক উপত্যকা ছিল, আবার দুইটী পাহাড়ও আর এক উপত্যকা দ্বারা বিভক্ত ছিল। এই উপত্যকা এক্ষণে অল্প বা অধিক পরিমাণে পূরিয়া গিয়াছে। পূর্ব্বদিকস্থ পাহাড়ের নাম মোরিয়া, ইহারই উপরে মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল। পশ্চিমদিকস্থ উচ্চ পাহাড়ের দক্ষিণ ভাগ কিম্বদন্তীমতে 'সিয়োন পর্ব্বত' ও 'দায়ূদ-নগর', কিন্তু এক্ষণে অনেকে অনুমান করেন যে, পূর্ব্বদিকস্থ পর্ব্বতই সিয়োন পর্ব্বত। মেজর কণ্ডর নামক এক ব্যক্তি এই সকল বিষয় অনেক অনুসন্ধান করিয়াছেন। তিনি বলেন, "দায়ূদের সময়ে সমস্ত যিরূশালেমই 'দায়ূদ-নগর' নামে বিখ্যাত ছিল, আর 'সিয়োন' ঐ পুণ্যনগরের কাব্যোচিত নাম ছিল, কখনও কখনও মন্দিরের অবস্থিতি পর্ব্বতকে বিশেষরূপে এই নামে অভিহিত করা যাইত।" দায়ূদের সময়ে 'পূর্ব্বদিকস্থ পাহাড় শহরের বাহিরে ছিল, উহা উচ্চ ভূখণ্ডের ন্যায় দেখাইত, পার্শ্বে পার্শ্বে শস্য জন্মিত, এবং গ্রীষ্মকালে উপরিভাগে শস্য মর্দ্দন করা হইত, অতঃপর ইহাই মন্দিরের ভিত্তিমূল হইল।' কালক্রমে নগরটী একীভূত করিবার জন্য দুই পাহাড়ই একটী প্রাচীরে বেষ্টন করা হয়। নগরের পূর্ব্বদিকে কিদ্রোণ উপত্যকা অবস্থিত, এই উপত্যকার পূর্ব্বদিকে জৈতুন পর্ব্বত। নগরের দক্ষিণে হিন্নোমের উপত্যকা (২ রাজা ২৩; ১০), আরও দক্ষিণে 'কুপরামর্শ গরি,' এই গিরির উপরে 'হকল-দামা' অর্থাৎ রক্তক্ষেত্র অবস্থিত (প্রে ১; ১৯)। সম্প্রতি কয়েক বৎসরের মধ্যে

যিরূশালেমের বহির্ভাগে, প্রধানতঃ পশ্চিমদিকে, অনেক নূতন গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে, সেই জন্য যিরূশালেমের অধিক লোক এক্ষণে শহরের ভিতরে নয়, শহরের বাহিরে বাস করে। বহির্ভাগে রুষীয়দিগের নির্ম্মিত গৃহাদিই প্রধান। জৈতুন পর্ব্বতের পার্শ্বে উহাদের এক গির্জাঘর এবং ঐ পর্ব্বতের শিখরে অতি উচ্চ একটী স্তম্ভনির্ম্মিত হইয়াছে।

উত্তরে যাত্রা।

৬ই নবেম্বর শুক্রবার অপরাহ্ণ দুইটার সময়ে আমরা দেশের উত্তরাভিমুখে যাত্রা করিলাম। আমার বন্ধু ডোক সাহেব ও আমাদের সহবর্ত্তী দ্বিভাষী, ইহাঁরা অশ্বারোহণে চলিলেন, কিন্তু আমি শিবিকারোহণে চলিলাম। সে শিবিকা এদেশের পাল্‌কীর মত নয়, বরং এক প্রকার বড় ডুলির মত, কিন্তু মানুষে বহন করে না, বাহনদণ্ড খচরের কাঁধে যুড়িয়া দেওয়া হয়; একটী খচর আগে, একটী পিছনে থাকে। এ শিবিকায় চলিতে ক্লান্তি বোধ হয় না, আর রৌদ্র বা বৃষ্টি হইতেও বেশ রক্ষা পাওয়া যায়। কিন্তু খচরদের চলিবার সময় অনেক ঝাঁকি ঝুঁকি সহ্য করিতে হয়। এরূপ পাল্‌কীতে চড়িয়া অধিক বেগে যাওয়া যায় না বটে, কিন্তু অশ্বারোহী-রাও পালেষ্টাইনের উচ্চ নীচ ও প্রস্তরময় পথে অধিক বেগে যাইতে পারে না। আমরা শীঘ্রই নগরের পথ ছাড়াইয়া বাহিরের রাস্তায় পড়িলাম। এই "রাস্তা" শব্দে প্রস্তরময় পথ মাত্র, কোন কোন স্থলে অত্যন্ত প্রস্তরময় বন্ধুর পথ বুঝিতে হইবে; এই পথে আবার অশ্ব, অশ্বতর, গর্দ্দভ ও উষ্ট্র চলিতেছে, কিন্তু কোন প্রকার গাড়ী যাইতে পারে না।

মিস্‌পী ও গিবিয়া।

প্রথমে আমরা নেবি-সামুয়িল বা 'ভাববাদী শমূয়েল'

নামক স্থানে গিয়া উপস্থিত হই। নেবি-সামুয়িল যিরূশালেম হইতে কয়েক মাইল দূরবর্ত্তী এক উচ্চ পাহাড়। অনেকে অনুমান করেন যে, ইহাই পুরাতন 'মিস্পী' (১ শমূ ৭; ৫) বা 'প্রহরিদুর্গ'। আমরা সূর্য্যাস্তের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে এই পাহাড়ের ঊর্দ্ধ স্থানে গিয়া পঁহুছিলাম, আর তথা হইতে চারিদিকে দৃষ্টিক্ষেপ করিলাম; দৃশ্য রমণীয় বোধ হইল, পশ্চিমদিকে ভূমধ্যসাগর, পূর্ব্বদিকে মোয়াবের পর্ব্বতশ্রেণী, দক্ষিণদিকে হিব্রোণের সন্নিহিত গিরিমালা, উত্তরদিকে শিখি-মের নিকটস্থ পাহাড়গুলি অবস্থিত। যিরূশালেম সম্পূর্ণরূপে দৃষ্টিগোচর হইতেছিল; পূর্ব্বদিকে কয়েক মাইল দূরে শুণ্ডা-কৃতি এক পাহাড় দেখা যাইতেছিল, অনেকের বিশ্বাস, উহাই শৌল রাজার বাসস্থান (১ শমূ ১০; ২৬) গিবিয়া। উত্তর পার্শ্বে আমাদের ঠিক নীচের দিকে এক গোলাকার পাহাড়ের উপরে গিবিয়োন (যিহো ৯; ৩) অবস্থিত; আমরা যেখানে ছিলাম, সেখান হইতে ঐ পাহাড় অনেকটা নীচু।

আমাদের এবং ঐ পাহাড়ের মধ্য স্থানে উপত্যকা; এই স্থলে যিহোশূয় গিবিয়োনীয়দের সহযোগে কনানীয়দিগকে পরা-জয় পূর্ব্বক সূর্য্যাস্তের দিকে বৈথোরোণে তাড়াইয়া দিয়া-ছিলেন (যিহো ১০ অধ্য)। চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি করিতে করিতে স্থানঘটিত ঐতিহাসিক বিবরণ আমাদের মনে পড়িতে লাগিল। যিহোশূয়ের সঙ্গে গিবিয়োনীয়েরা যে সন্ধি করিয়া রক্ষা পাইয়াছিল (যিহো ৯ অধ্য), শাস্ত্রে সেই বিবরণ সম্বন্ধে গিবিয়োনের কথা প্রথমে উল্লিখিত আছে। উহা যাজকদের জন্য নিরূপিত একটী নগর। বিচারকর্ত্তৃবিবরণের ১৯ এর ও ২০ এর অধ্যায়ে এক জন লেবীয়ের ইতিহাস প্রাপ্ত হওয়া যায়। সে প্রায় দিবাবসানকালে বৈৎলেহম (বার মাইল দক্ষিণ) হইতে যাত্রা করিয়াছিল। সেই লেবীয় লোকটী আমাদের পূর্ব্ব-দিকস্থ সেই শুণ্ডাকার পাহাড়ের উপর (গিবিয়াতে) গিয়া-

ছিল ; সেই স্থলে অতি ঘৃণিত লোমহর্ষণ কার্য্য সাধিত হয়, আর সেই অপরাধের দণ্ড প্রদানার্থে সমস্ত ইস্রায়েল মিস্পীতে (অর্থাৎ আমরা যেখানে ছিলাম, সেইখানে) একত্র হইয়াছিল। ৩০০ বৎসর পরে আমাদের উত্তর দিক্‌স্থ উপত্যকাভূমিতে পলেষ্টীয়েরা ইস্রায়েলীয়দিগকে পরাজয় পূর্ব্বক ঈশ্বরীয় সিন্দুক কাড়িয়া লয়; তৎপরে শমূয়েল যখন সমস্ত ইস্রায়েলকে এই মিস্পীতে একত্র করিয়া প্রার্থনা করিলেন, তখন ঈশ্বর সেই পরাজয়ের প্রতিশোধ লইয়া ইস্রায়েলকে বিজয়ী করিলেন (১ শমূ ৪ ও ৭ অধ্য)। মিস্পীতে শৌল রাজা বলিয়া মনোনীত হন (১ শমূ ১০; ১৭-২৫)। নিম্নে ঐ গিবিয়োনে দায়ূদের সময়ে ঈশ্বরীয় আবাস ও বেদি স্থাপন করা হইয়াছিল, আর ঐ স্থানে শলোমন ঈশ্বরের দর্শন পান, এবং ঈশ্বর তাঁহার কাছে আশীর্ব্বাদ দানের প্রতিজ্ঞা করেন (২ বংশ ১; ৩-১৩)। আসা রাজা মিস্পীতে দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। যিরমিয়াহের সময়ে গদলিয় মিস্পীতে হত হন (যির ৪১ অধ্য), পরে যিরমিয়াহ প্রভৃতি বন্দীদিগকে গিবিয়োনে লইয়া যাওয়া হয়, কিন্তু সেখানে যোহানন তাহাদিগকে উদ্ধার করিয়া বৈৎলেহম দিয়া মিসরদেশে লইয়া যান।

শমূয়েলের জন্মস্থান ও বৈথেল দর্শন।

আমাদের এই দিবসের যাত্রা সমাপ্ত হয় নাই; আমরা পাহাড়ের উপর হইতে নীচের দিকে নামিতে লাগিলাম। 'সূর্য্য গিবিয়োনের উপরে' অস্ত গিয়াছিল, কিন্তু আমাদের পশ্চিম দিকে অয়ালোন উপত্যকার উপরে চন্দ্র কিরণ দিতেছিল (যিহো ১০; ১২); আমরাও জ্যোৎস্নাহেতু আহ্লাদিত হইয়াছিলাম, কেননা চন্দ্রালোকে আমরা রাত্রির বিশ্রামস্থানে, রামালা নামক একটী ক্ষুদ্র নগরে, গিয়া উপস্থিত হই। আমাদের সঙ্গে তাম্বু ছিল না, তাই যেখানে ঘর

পাওয়া যাইত, সেই খানে গিয়াই আমাদিগকে যাত্রাভঙ্গ করিতে হইত। আমরা রামালায় যোষেফ অডি নামক এক জন দ্বিভাষীর বাটীতে অবস্থান করিলাম, তিনি শুইবার জন্য আমাদিগকে ভাল ঘর দিয়াছিলেন। অনুমানতঃ রামালা শমূয়েলের জন্মস্থান রামাথয়িম-সূফিম্ (১ শমূ ১; ১)। যদি এ অনুমান সত্য হয়, তাহা হইলে হান্না শীলোতে যাইবার সময়, আমরা পরদিন যে পথ ধরিয়া গিয়াছিলাম, হয় ত ঠিক সেই পথ দিয়া গিয়াছিলেন।

পরদিন আমরা অগ্রসর হইলাম; প্রথমে বৈথেলে যাই। বৈথেল দর্শনে আমাদের মনে এক অপূর্ব্ব ভাবের উদয় হইয়াছিল। আমাদের রামালাস্থ আতিথ্যকারীও তথায় আমাদের সঙ্গে গিয়াছিলেন, কেননা তিনি আপনার বাটীতে নূতন গৃহাদি নির্ম্মাণ জন্য বৈথেলে পাথর প্রস্তুত করাইতেছিলেন। শাস্ত্রে দেখা যায়, বৈথেল শৈলময় ছিল, দেখিলাম, এখনও তেমনি রহিয়াছে। আমার যতদূর স্মরণ হয়, এই স্থানে একটী মাত্র গৃহ আছে। বৈথেল উচ্চ ভূমির উপর অবস্থিত, আমরা এখান হইতে যিরূশালেম স্পষ্টরূপে দেখিতে পাইলাম। সুতরাং পাঁচ ক্রোশ পথ দূরস্থিত দুই স্থানের দুই পুণ্য-স্থলী—স্বর্ণময় গোবৎসের স্থল ও যিহোবার মন্দির—পরস্পর দৃষ্টির অন্তর্ভূত ছিল, একটী হইতে অন্যটী দেখা যাইত। বৈথেলে আমরা বিন্যামীন ও ইফ্রয়িম বংশের এবং যিহূদা ও ইস্রায়েল রাজ্যের সীমায় ছিলাম। কিন্তু যিহূদা ও ইস্রায়েল রাজ্যের সীমা উক্ত দুই রাজ্যের রাজাদের পরাক্রমানুসারে কখন কখন পরিবর্ত্তিত হইত।

কনান-দেশে অব্রাহামের প্রথম উপস্থিতির সময় হইতে বৈথেলের বিবরণ পাওয়া যায়। তিনি এই স্থলে তাম্বু স্থাপন করেন, বৈথেল ও অয়ের মধ্যে ঈশ্বরের উদ্দেশে বেদি নির্ম্মাণ করেন। এই বৈথেল হইতে তিনি ও লোট উভয়ে পৃথক্ হন।

যাকোব এষৌর ভয়ে পলায়ন কালে এই স্থানে যে দর্শন পাইয়াছিলেন, সেই ঘটনা এবং "বৈথেলের ঈশ্বর" নাম বৈথেলের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় (আদি ১২ ; ৮। ১৩; ৩। ২৮; ১১-২২)। রিবিকার ধাত্রী দবোরা বৈথেলের পার্শ্ববর্ত্তী বৃক্ষতলে কবর প্রাপ্ত হন (আদি ৩৫ ; ৮), আর দবোরা ভাববাদিনী বৈথেলের নিকটেই বাস করিতেন (বিচার ৪ ; ৪, ৫)। আবার শমূয়েল প্রতিবৎসর বৈথেলে গিয়া বিচার করিতেন (১ শমূ ৭; ১৬)। যারবিয়াম আপনার দুই স্বর্ণময় গোবৎসের একটী বৈথেলে স্থাপন করিয়াছিলেন, আর এই স্থানে 'ঈশ্বরের লোক' তত্রত্য যজ্ঞবেদি নাশের ভবিষ্যদ্বাক্য বলিয়াছিলেন (১ রাজা ১৩; ১, ২)। এলিয়ের সময়ে এই স্থলে শিষ্য ভাববাদীদের মঠ ছিল (২ রাজা ২ ; ৩)। আমোষের সময়ে বৈথেল রাজার ধর্ম্মধাম হইয়াছিল (আম ৭; ১৩)। যোশিয় রাজা এখানকার যজ্ঞবেদি অশুচি করতঃ ভাঙ্গিয়া চূরমার করিয়াছিলেন (২ রাজা ২৩; ১৫-১৭)। এইরূপে ভাববাদীদের বাক্যানুসারে বৈথেল অকিঞ্চনের মধ্যে গণিত হইল, কেননা উহা 'বৈথেল' (ঈশ্বরের আলয়) না থাকিয়া 'বৈথাবন' (দুষ্টতার আলয়) হইয়া পড়িয়াছিল (হো ৪ ; ১৫)।

শীলো দর্শন।

বৈথেল হইতে অগ্রসর হইয়া আমরা অল্পক্ষণ পরে দূরে পাহাড়ের উপরে একখানি গ্রাম দেখিতে পাইলাম। অধুনা এই গ্রামকে অফ্রা বলে ; আমাদের প্রভু লাসারকে উঠাইবার পর যে নগরে গিয়াছিলেন, হয় ত এ সেই "ইফ্রয়িম" নগর (যোহন ১১; ৫৪)। এক্ষণে আমাদের পথ ক্রমশঃ নিম্নভূমিতে গিয়া পড়িতে লাগিল। উপত্যকা ভূমিতে গ্রীষ্ম বোধ হইল। একস্থানে কতকগুলি বৃক্ষের

ছায়ায় ঘন্টা খানেক বিশ্রাম ও আহার করিয়া আমরা আবার চলিতে আরম্ভ করিলাম, এবং দুই এক ঘন্টার মধ্যে পূর্ব্ব-দিকে শীলোতে গিয়া উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম, শীলো বৈথেলের ন্যায় পরিত্যক্ত স্থান। উহা কতকগুলি পাহাড়ের তলভাগে অবস্থিত। শীলোতে একটী পুষ্করিণী আছে; শরৎকালে যিহূদা দেশ যেরূপ জলশূন্য, তাহা মনে হইলে এই পুষ্করিণীটী স্মরণীয় বলিয়া বোধ হয়। যাহা হউক, শীলোতে ইস্রায়েলের ভিন্ন ভিন্ন গোষ্ঠীকে কনান দেশ বিভাগ করিয়া দেওয়া হয় (যিহো ১৮; ৮-১০); এই স্থানে শমূয়েল ছেলেবেলা মানুষ হইয়া উঠেন (১ শমূ ১; ২৪); আর এখানে এলি যাজক বাস করিতেন, এবং এই খানেই তাঁহার মৃত্যু হয় (১ শমূ ৪; ১৮)। আমরা গত কল্য যে গিবিয়োন দেখিয়াছি, শীলো হইতে নিয়ম-সিন্দুক সেই গিবিয়োনের নিকটবর্ত্তী যুদ্ধক্ষেত্রে নীত ও পলেষ্টীয়দের হস্তগত হয়। (১ শমূ ৪; ৪)। এই স্থানে অহিয় ভাববাদী বাস করিতেন, আর যারবিয়াম তাঁহার কাছে নিজ পীড়িত পুত্র অবিয়ের কথা জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠান (১ রাজা ১৪; ৪)। লোকদিগের অবিশ্বাসহেতু বৈথেলের ন্যায় এই স্থানও ঈশ্বর-কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া রহিয়াছে (যির ৭; ১২—১৪)।

নাবলুষ বা শিখিম নগরে গমন।

শীলো ছাড়িয়া শৈলময় পথ দিয়া একবার আমাদের উঠিতে একবার নামিতে হইতেছিল। এইরূপে উন্নতাবনত পথ ধরিয়া চলিতে চলিতে আমরা একটী বৃহৎ সমতলক্ষেত্রে উপস্থিত হইলাম; উহার চারিদিকে পাহাড়; এই সমতলক্ষেত্রের প্রান্তভাগে নাবলুষ; উহাই পুরাতন শিখিম নগর। উত্তর ও দক্ষিণে এবল ও গরিষীম দুই পর্ব্বত, মধ্যস্থলে (পর্ব্বতদ্বয়ের শৃঙ্গ হইতে

১৫০০ ফীট নিম্নে) অতি উর্ব্বরা উপত্যকা ভূমিতে নাবলুষ্ অবস্থিত। এই এবল হইতে ইস্রায়েল জাতির প্রতি অভি-শাপ ও গরিষীম হইতে আশীর্ব্বাদ উক্ত হইয়াছিল (যিহো ৮ ; ৩০-৩৫)। নাবলুষ নগরে চর্চ্চ মিশন ও বাপ্তিষ্ট মিশন আছে। আমরা বাপ্তিষ্ট মিশনের কার্য্যকারী এল্-কেরী সাহেবের সঙ্গে রবিবার যাপন করিলাম। এল্-কেরী নাবলুষ নগরেরই লোক ; প্রায় ত্রিশ বৎসর খ্রীষ্টীয় কার্য্যে ব্যাপৃত আছেন। সকালবেলা আমরা তাঁহার উপাসনায় উপস্থিত হইলাম ; উপাসনা কার্য্য আরবী ভাষায় সম্পন্ন হয়।

শমরীয়দের সমাজগৃহ ও যাকোবের কূপ।

অতঃপর আমরা শমরীয়দের সমাজগৃহ দেখিতে গেলাম ; তথায় মোশির পঞ্চগ্রন্থের একখণ্ড পুরাতন অনুলিপি দেখি-লাম। অতি পুরাতন আর একখানি অনুলিপি আছে, সেখানি প্রায় অপর লোকদের দেখান হয় না। প্রধান যাজক বলেন যে, তিনি হারোণের বংশোদ্ভব। শুনি-লাম, শমরীয়দের সংখ্যা ক্রমশঃ হ্রাস পাইতেছে। এক্ষণে ১৭০টী প্রাণীমাত্র অবশিষ্ট। যে শমরীয়দের কথা ধর্ম্মপুস্তকে লিখিত আছে, তাহাদের বংশজাত কেবল এই কয়েকটী মাত্র প্রাণী অবশিষ্ট রহিয়াছে। ইহারা অদ্য পর্য্যন্ত নিয়মিত সময়ে নিস্তারপর্ব্ব পালন করিয়া আসিতেছে।

বৈকালে নগরের বাহিরে অনুমান এক মাইল দূরে "যাকোবের কূপ" দেখিতে গেলাম। এ যে বাইবেলোক্ত সেই প্রাচীন কূপ, তদ্বিষয়ে সন্দেহমাত্র নাই। এ কূপ অদ্যাপি দেখা যায়। ইহার ধারেই বসিয়া প্রভু যীশু শমরীয়া নারীর কাছে অমৃত জল বিষয়ক কথা কহিয়াছিলেন, আর সেই জল সেই নারীকে দিয়াছিলেন। উত্তর দিকে আস্কার নামে একখানি গ্রাম ; যোহন চতুর্থ অধ্যায়ে যে শুখর

নগরের উল্লেখ আছে, বোধ হয়, আস্কার সেই শুখরের স্থানে অবস্থিত। দক্ষিণে গরিষীম পর্ব্বত, এই গিরি নির্দ্দেশ করিয়া শমরীয়া নারী বলিয়াছিল, "আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা এই পর্ব্বতে ভজনা করিতেন" (যো ৪ ; ২০)। সন্ধ্যার পর আমরা এল্‌-কেরী সাহেবের আরবী বাইবেল-পাঠ-সভায় উপস্থিত হইলাম।

শিখিমের ইতিহাস।

শিখিম নগর বাইবেলের ইতিহাসে সর্ব্বদাই প্রসিদ্ধ হইয়া আসিয়াছে। অব্রাহাম প্রথমবার কনানদেশে উপস্থিত হইয়া দক্ষিণে বৈথেলের দিকে অগ্রসর হইবার পূর্ব্বে শিখিমে তাম্বু স্থাপন ও এক বেদি নির্ম্মাণ করেন। যাকোবও শিখিম নগরে বাস করিয়াছিলেন, আর এই স্থলে তিনি একখণ্ড ভূমি ক্রয় করিয়া কূপ খনন করেন। আদি ১২ ; ৬, ৭। ৩৩; ১৮, ১৯। লেবি ও শিমিয়োন শিখিম নগরের লোকদের উপর ঘোরতর অত্যাচার করিয়াছিল (আ ৩৪ অধ্যায়)। শিখিম হইতে যাকোব পুনর্ব্বার বৈথেলে যান, এবং কিয়ৎকাল সেখানে অবস্থিতি করেন। তৎপরে তিনি যখন যোষেফ্‌কে তাঁহার ভাইদের তত্ত্ব লইতে পাঠাইয়া দেন, তখন যোষেফ্‌ শিখিমে গিয়া যাকোবের ক্রীত ভূমিতে তদীয় মেষপালসহ তাহাদিগকে দেখিবার আশা করিয়াছিলেন। আদি ৩৭; ১৪। এই ঘটনার শত শত বৎসর পরে ইস্রায়েল-সন্তানগণ যোষেফের অস্থি আনিয়া এই স্থলে সমাহিত করে (যিহো ২৪ ; ৩২); এখনও কূপের নিকটে "যোষেফের কবর" নামক একটী সমাধিগৃহ আছে; হয় তো তাহার মধ্যে সেই অস্থি এখনও রহিয়াছে। যদি পালেষ্টাইন কখনও কোন খ্রীষ্টীয়ান রাজত্বের অধীন হয়, তবে এরূপ হইলেও হইতে পারে যে, আমরা স্বচক্ষে

হিব্রোণে যাকোবের দেহ এবং শিখিমে যোষেকের দেহ দেখিতে পাইব, কেননা উভয়ের শরীর পূতিঘ্ন দ্রব্যসংযোগে রক্ষিত হইয়াছিল (আ ৫০ ;২, ২৬)। হিব্রোণ যেমন শিখিমও তেমনি যিহূদীদের একটী আশ্রয়-নগর ছিল। এই স্থানেই যিহোশূয় বলিয়াছিলেন, "আমি ও আমার পরিজন, আমরা সদাপ্রভুর আরাধনা করিব" (যিহো ২৪ ; ১৫)। আবার এই স্থানে অল্পবুদ্ধি রহবিয়াম গর্ব্বিত-বচনে প্রজাদিগকে উত্তর দিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার রাজ্য দুই ভাগ হইয়া গেল। ১ রাজ ১২ ; ১। আর এই স্থানে প্রভু যীশু শমরীয়া নারীকে অমৃত জল দিয়াছিলেন।

শমরিয়া নগর দর্শন।

সোমবার (৯ই নবেম্বর) সকালবেলা আমরা শিখিম হইতে প্রস্থান করিলাম। এল্‌-কেরী মহাশয় শমরিয়া নগর পর্য্যন্ত আমাদের সঙ্গে গেলেন। তিনি আমাদিগকে নাসরতে যাইবার মধ্য পথে জেনিন (পুরাতন ঐন-গন্নীম) নামক স্থানে রাত্রি যাপন করিতে নিষেধ করিলেন, কেননা সে স্থানে পীড়ার বড় প্রকোপ। তিনি বলিয়া দিলেন, "পাহাড়ের উপরে যেখানে কন্‌ভেন্ট (মঠ) আছে, এমন কোন স্বাস্থ্যকর গ্রামে অবস্থিতি করিবেন।" নাবলূষ্‌ নগর ইফ্রয়িম বংশের অধিকৃত ভূমির উত্তর সীমায় অবস্থিত, সুতরাং তথা হইতে অগ্রসর হইতে হইতে এক্ষণে আমরা মনঃশির অধিকারভুক্ত পাহাড়ে উঠিতে লাগিলাম। ঘণ্টা খানেক আমরা যাফোর রাস্তা ধরিয়া চলিলাম, তৎপরে উত্তরাভিমুখে শমরিয়ার দিকে ফিরিলাম। অনতিবিলম্বে শমরিয়া নগর আমাদের দৃষ্টিপথে পতিত হইল। শমরিয়া গিরিমালায় বেষ্টিত এক গোলাকার পাহাড়ের উপরে অবস্থিত। যিরূশালেমের বিষয়ে লিখিত আছে যে সেই নগর পর্ব্বতবেষ্টিত (গী ১২৫ ; ১), কিন্তু শমরিয়ার বিষয় আরও বিশেষ-

রূপে বলা যাইতে পারে যে, নগরের চারিদিকে পর্ব্বতমালা বিরাজ করিতেছে। প্রথমে আমরা একটী পুরাতন প্রাচীর ও একটী পুরাতন জলাশয়ের অবশেষ দেখিতে পাইলাম; মনে মনে ভাবিলাম, কি জানি, আহাবের মৃত্যুর পরে তাঁহার রথ এই জলাশয়েই বা ধৌত করা হইয়াছিল (১ রাজ ২২; ৩৮)। জলাশয়টী পূর্ব্বদিকের ফাটকের নিকটেই অবস্থিত; আহাব রাজা রামোৎ-গিলিয়দে আহত হইয়াছিলেন, আর তথা হইতে শকট এই পথেই আসিত, সন্দেহ নাই। এই স্থানের খুব নিকটে একটী ক্রুশাদ * গির্জার অবশেষ দৃষ্ট হয়; ক্রুশাদ সংগ্রাম কালে যোদ্ধাদের উপাসনার জন্য এই গির্জা নির্ম্মিত হইয়াছিল। আর খানিকটা অগ্রসর হইয়া আমরা সারি সারি কতকগুলি স্তম্ভ দেখিতে পাইলাম; হেরোদ রাজা এক স্তম্ভ-শ্রেণী নির্ম্মাণ করান, এগুলি তাহারই ভগ্নাবশেষ। তার পর আমরা পশ্চিমদিকস্থ নগরদ্বারের ভগ্নাবশেষ দেখিলাম, কি জানি, সেই দ্বারের বাহিরেই সেই কুষ্ঠীরা বাস করিয়াছিল, যাহাদের কথা ২ রাজা ৭; ৩ পদে লিখিত হইয়াছে। আর একটু গিয়া পর্ব্বতের উপরেও কতকগুলি স্তম্ভ দেখিলাম, এগুলি সম্ভবতঃ কোন রাজপ্রাসাদ বা মন্দিরের অবশেষ; হয় ত এই স্থলে বাল দেবের মন্দির ছিল, যে মন্দিরে যেহূ বালের যাজকগণকে বধ করিয়াছিলেন। ২ রাজ ১০; ২১-২৭। বাল-মন্দির যে এইরূপ উচ্চ স্থলে ছিল, ইহাই সম্ভব।

শমরিয়া নগরের ইতিহাস।

অতঃপর আমরা আরও অগ্রসর হইলাম। একটী পাহাড়ে

---

* দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ইউরোপীয় জাতিগণ পালেষ্টাইন দেশ মুসলমানদের হস্ত হইতে রক্ষা করিবার জন্য যে সকল যুদ্ধ করিয়াছিল, সেই সকল যুদ্ধ "ক্রুশাদ" নামে অভিহিত।

নীচে নামিয়া যাইতে হইল, আবার আর এক পাহাড়ে অনেকটা উপরে উঠিতে হইল; উঠিয়া তথা হইতে আমরা নীচের দিকে শমরিয়া নগর ও চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী গিরিমালা দেখিতে লাগিলাম। দেখিতে দেখিতে এই সকল স্থানঘটিত কত বিবরণ আমাদের মনে পড়িতে লাগিল। অম্রি রাজা দুই মণ রৌপ্য মূল্য দিয়া শেমর নামক এক ব্যক্তির নিকট হইতে শমরোণ পর্ব্বত ক্রয় করেন, ও তদুপরি শমরিয়া নগর পত্তন করেন (১ রাজ ১৬; ২৪); এই নগর ইস্রায়েল-রাজ্যের রাজধানী হইল। এই স্থানে আহাব ইস্রায়েলের উপর এবং ঈষেবল রাণী আহাবের উপর কর্ত্তৃত্ব করিলেন। আহাব শমরিয়ায় আপন প্রজাপুঞ্জের ধর্ম্মরূপে বালের উপাসনা সংস্থাপন করেন। ১রাজ ১৬; ৩০-৩৩। সুতরাং বৈথেল ও শমরিয়া ইস্রায়েল জাতির অবনতি-সোপানের দুইটী ধাপের মত। বৈথেলে স্বর্ণগোবৎসের আকারে যিহোবা, অর্থাৎ সদা-প্রভুর উপাসনা প্রবর্ত্তিত হয়, আর শমরিয়ায় যিহোবার উপাসনা একবারে উঠাইয়া দিয়া তৎপরিবর্ত্তে বালের উপাসনা প্রবর্ত্তিত করা হয়। নগরের মধ্যে পূর্ব্বদিকস্থ ফাটকের নিকটে, সম্ভবতঃ পূর্ব্বোক্ত জলাশয়ের কাছে, একটী খোলা জায়গা ছিল, ইস্রায়েলীয় আহাব রাজা ও যিহূদীয় যিহোশাফট রাজা সেই স্থানে একত্র হইলেন, এবং ঈশ্বর-ভীত মীখায় নিঃসন্দিগ্ধচিত্তে বিশ্বস্তভাবে ঈশ্বরদ্রোহী আহাবের কাছে ঈশ্বরীয় বাণী প্রকাশ করিলেন, আর অনতিবিলম্বে সেই আহাবকে কবরে নিহিত করিবার জন্য এই স্থানে আনা হয়। ১ রাজ ২২; ১০, ১৫-১৭, ৩৭। ভিন্ন ভিন্ন সময়ে সুরীয়, অসুরীয়, মুসলমান ও খ্রীষ্টীয়ান সেনাদল এই স্থানের গিরিমালায় সন্নিবেশিত হইয়া শমরোণ গিরি, শমরিয়া নগর, আক্রমণ করিয়াছে। বিশেষতঃ একদা রজনীযোগে রথচক্রের ঘর্ঘরাণি ও যোদ্ধৃবর্গের নির্ঘোষে—ঈশ্বর-প্রেরিত রবে—এই গিরিমালা প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল;

আর সেই অদূরাগত শব্দে ভয়ে ও আতঙ্কে সুরীয় (অরামীয়) সৈন্যের প্রাণ শুকাইয়া গেল। তাহারা আত্মরক্ষার জন্য পলায়নে তৎপর হইল; পাছে পাহাড়ে উঠিয়া তাড়াতাড়ি পলাইবার অসুবিধা হয়, এই আশঙ্কায় অস্ত্র শস্ত্র ও বস্ত্রাদি পরিত্যাগপূর্ব্বক দৌড়িতে লাগিল; এদিকে কুষ্ঠীরা সুরীয় শিবির শূন্য পাইয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিল। ২ রাজ ৬; ২৪। ৭; ৩-৯। এক সময়ে সুরীয় মহাসেনাপতি নামান ঐ পূর্ব্বদিকের পথ দিয়া ইস্রায়েলের রাজার সঙ্গে দেখা করিতে আইসেন; তিনি এমন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি যে, কুষ্ঠী হইলেও নগরদ্বারে প্রবেশ কালে কেহ তাঁহাকে বাধা দিতে সাহস পায় নাই। আবার ইলীশায় সামান্য লোকের প্রতি যেমন, তাঁহার প্রতিও তেমনি ব্যবহার করিয়াছেন মনে করিয়া তিনি যে পথে আসিয়াছিলেন, ক্রুদ্ধ হইয়া সেই পথে ফিরিয়া যাইতে লাগিলেন; এবং সুস্থ হইলে পর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করণার্থে আবার সেখানে যান। ইলীশায় এখানকার কোন এক ঘরে থাকিতেন, আর যে সৈন্যেরা তাঁহাকে দোথনে ধরিতে গিয়াছিল, তাহাদিগকে এই স্থলে আনিলেন। ২ রাজ ৫; ৯-১৫। ৬; ১৯, ২০। এই স্থানে যেহূ রাজা বালের যাজকদিগকে বধ করেন। এই স্থানে "ইফ্রয়িমের মাতালেরা" আপনাদের "দর্পসূচক মুকুট" স্বরূপ সুন্দর ফলশালিনী গিরিভূমিতে মাদক-বিলাসে মাতিয়া উঠিত। যিশ ২৮; ১-৪। আবার এই স্থানে ইস্রায়েলের শেষ রাজগণ এক জন অন্যকে হত্যা করিয়া প্রাধান্যলাভের পথ মুক্ত করিত। অবশেষে অসূরীয়গণ কর্ত্তৃক তিন বৎসরব্যাপী আক্রমণের পর ইস্রায়েল-রাজ্যের পতন হয়; উহা আর উঠে নাই। ২ রাজ ১৫; ১৪, ২৫, ৩০। ১৭; ১-৬। হেরোদ রাজা শমরিয়া পুনর্নির্ম্মাণ করেন। তথায় ফিলিপ সুসমাচার প্রচার করিয়াছিলেন (প্রে ৮; ৫-১৭)।

দোথনে গমন।

মধ্যাহ্নকালে আমরা এক স্থানে স্থগিত হইয়া আহারাদি করিলাম; সে স্থলে কতকগুলি স্ত্রীলোক জল তুলিতেছিল, আর কতকগুলি স্ত্রীলোক কাপড় কাচিতেছিল। এদেশে কাপড় কাচিতে হইলে কাঠের পাটে আছড়াইতে হয়, কিন্তু সেখানে একখণ্ড কাঠ দিয়া কাপড়ের উপর আঘাত করা হয়। ঘণ্টা খানেক পরে আমরা আবার চলিতে আরম্ভ করিলাম, আর দোথন দেখিবার জন্য শীঘ্রই প্রধান পথ ছাড়িয়া বামদিকে ফিরিয়া চলিলাম। প্রায় দিবাবসানকালে দোথনে পঁহুছিলাম; পথে বৃষ্টি হওয়ায় আমরাও কতকটা ভিজিয়া গেলাম। দোথন শাস্ত্রোক্ত দুইটী প্রসিদ্ধ ঘটনার সংঘটনস্থল। এই স্থলে যোষেফের ভ্রাতৃগণ তাঁহাকে বিক্রয় করে; আবার এই স্থলে যখন অরামীয়েরা ইলীশায়কে ধরিয়া লইবার চেষ্টা করিতেছিল, তখন ভাববাদীর দাস চক্ষু মেলিয়া দেখিতে পাইল যে, চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী পর্ব্বত সকল ঈশ্বরের দাসের রক্ষার্থে অগ্নিময় রথমালায় সমাচ্ছন্ন হইয়াছে। আদি ৩৭; ১৭, ২৮। ২ রাজ ৬; ১৩-১৭। অতএব এখানকার উপত্যকা দৃষ্টে ভক্তবৎসল ঈশ্বরের কথা আমাদের স্মৃতিপথে উপস্থিত হয়; তিনি যোষেফের সঙ্গে যেমন ছিলেন, তেমনি বিপৎকালে ভক্তগণের সঙ্গে সর্ব্বদা থাকেন। আবার তাঁহার শত্রুগণ অনিষ্ট করিব বলিয়া যাহা করিতে চাহিল, তদ্দ্বারা ঈশ্বর তাঁহার মঙ্গল উদ্ভাবন করিলেন। বাস্তবিক "ঈশ্বরের প্রেমকারিগণের পক্ষে সকলই মঙ্গলার্থে সাহায্য করিতেছে" (আ ৫০; ২০। রো ৮: ২৮)। অধিকন্তু তিনি যেমন ইলীশায়কে রক্ষা করিয়াছিলেন, তেমনি আপন লোকদিগকে উপযুক্ত সময়ে বিপদ হইতে রক্ষা করেন। ২ তীম ৪; ১৮। আমরা যে গ্রামে রাত্রি যাপন করিতে চাহিয়াছিলাম, তথায় যাইতে পারিলাম না, রাত্রে অগত্যা একখানি যৎসামান্য ঘরে অবস্থিতি করিতে হইল।

দোথনের প্রসিদ্ধ ঘটনা।

পর দিন সকাল বেলা উঠিয়া আবার চলিতে লাগিলাম, যাইতে যাইতে শীঘ্রই এক উপত্যকায় নামিলাম, দেখিলাম, উহার মধ্য দিয়া একটী জলস্রোত প্রবাহিত হইতেছে। সম্মুখে দৃষ্টি করিয়া কতকগুলি সুনির্ম্মিত গৃহ ও খর্জ্জুরাদি বৃক্ষ দেখিতে পাইলাম। আমরা শুষ্ক শৈলময় স্থান দিয়া আসিতেছিলাম, এক্ষণে বৃক্ষাদিভূষিত সরস স্থানের দৃশ্য আমাদের কাছে রমণীয় ও সুখকর বোধ হইতে লাগিল। ঐ নগরের নাম জেনিন। উহা পুরাতন ঐন-গন্নীম (যিহো ১৯; ২১) অর্থাৎ "উদ্যান সকলের উনুই।" নামটী উপযুক্ত বটে। এই নগর এস্‌দ্রিলন নামক সমতল ভূমির দক্ষিণ প্রান্তে, ইষাখর বংশের অধিকারের দক্ষিণ সীমায় ছিল। প্রাতে যখন আমরা আহারের অপেক্ষায় ছিলাম, তখন দেখিতে পাইলাম, কতকগুলি ভারবাহী উষ্ট্র চলিতেছে। মনে মনে ভাবিলাম, সার্দ্ধ তিন সহস্র বৎসর অতীত হইল, কতকগুলি ব্যবসায়ী লোক এইরূপ একদল উষ্ট্র লইয়া ঠিক এই উপত্যকা দিয়া মিসরে যাইতেছিল। দোথনে তাহারা ২০ টাকায় একটী সুন্দর সুশ্রী ইব্রীয় যুবাকে দাসরূপে ক্রয় করে। এ একটা খুব বড় ঘটনা নয়। তাহারা যে সুগন্ধি দ্রব্য লইয়া যাইতেছিল, সেই দ্রব্য ক্রয় কি বিক্রয় করা অপেক্ষা একটী যুবাকে ক্রয় করা তাহাদের বিবেচনায় বড় একটা ভারী বিষয় বোধ হয় নাই; কিন্তু এই ব্যাপারটী পৃথিবীর ইতিহাসে কত বড় গুরুতর ঘটনা! দক্ষিণাভিমুখে চলিতে চলিতে দুই তিন দিন পরে যখন ঐ ব্যবসায়ি-দল হিব্রোণের নিকট দিয়া যাইতে লাগিল, আর হিব্রোণের নিকটবর্ত্তী পাহাড়গুলি সেই যুবকের দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল, তখন না জানি তিনি কত বার কাতর বচনে ব্যবসায়ীদিগকে বলিয়াছিলেন, 'আমাকে ঐ হিব্রোণে লইয়া চল, তোমরা যত টাকা চাও, আমার পিতা

তোমাদিগকে দিবেন।' বাস্তবিক সর্ব্বস্ব দিয়াও প্রিয়তম সন্তানকে তাঁহার পিতা রক্ষা করিতেন, কিন্তু ঐ ব্যবসায়ীরা যুবকের কথায় কর্ণপাত করিল না, বিশ্বাস করিল না, তাঁহার কাকুক্তি বিনতি শুনিয়াও তাহাদের অন্তরে দয়া উপজিল না, হৃদয় গলিল না, নিষ্ঠুর হইয়া তাঁহাকে লইয়া চলিল। দেখিতে দেখিতে ঐ সকল পর্ব্বত যুবার দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হইয়া আসিতে লাগিল, কিন্তু শেষে সেই যুবকপ্রবর যোষেফ চক্ষের জল মুছিয়া প্রাণে আশ্বস্ত হইলেন, কেননা "সদাপ্রভু তাঁহার সহবর্ত্তী ছিলেন।"

যিষ্রিয়েল তলভূমি।

আমরা নাসরতের পথে অগ্রসর হইতে হইতে ক্রমশঃ বৃহৎ এস্‌দ্রিলন সমভূমিতে (যিষ্রিয়েল বা মগিদ্দো তলভূমিতে, বি ৬; ৩৩। সখ ১২; ১১) প্রবেশ করিলাম; এই স্থান জগতের মধ্যে একটী বিশেষ যুদ্ধক্ষেত্র। এ অঞ্চল ইষাখর বংশের অধিকারভুক্ত ছিল। আমরা স্থানটী দেখিয়া ইষাখরের বিষয়ে যাকোবের এই কথাগুলির মর্ম্ম অনুভব করিতে পারিয়াছি; "সে বিশ্রামস্থান উত্তম ও দেশ রম্য বুঝিয়া ভার বহিতে স্কন্ধ নমন করত করাধীন দাস হইবে" (আদি ৪৯; ১৫)। ইষাখর-অঞ্চল সমভূমি বলিয়া উহা আক্রমণ করা শত্রুর পক্ষে সহজ হইত, তাই এরূপ অবস্থায় নির্জ্জিত হইলে এই অঞ্চলের অধিবাসীদিগকে বিজেতাদের নিয়মের বশীভূত হইয়া চলিতে এবং নির্দ্দিষ্ট উর্ব্বর ক্ষেত্রে কৃষিকার্য্য করিতে হইত। আমরা এই সমভূমিতে প্রবেশ করিয়াই সম্মুখে, ভূমির উত্তরদিকে, সবূলূন বংশের গিরিমালা দেখিতে পাইলাম। দূরবর্ত্তী পাহাড়ে একটী নগর দেখা গেল, উহার ঘরগুলি সাদা সাদা দেখাইতে লাগিল। উহাই নাসরৎ নগর। আমরা মনে করিয়াছিলাম, যিষ্রিয়েল ও শূনেম নামক স্থান দিয়া ঘুরিয়া নাসরতে গিয়া উঠিব। কিন্তু অসু-

বিধাবশতঃ একেবারে সোজাসুজি নাসরতে যাইতে স্থির করিলাম; অন্যান্য স্থান কেবল দূর হইতে দেখিতে দেখিতে চলিলাম। প্রথমে আমরা দুইটী পর্ব্বত দেখিলাম, আমাদের দক্ষিণে গিল্‌বোয় পর্ব্বত, এবং গিল্‌বোয় পর্ব্বতের বাম দিকে ও নাসরতের দক্ষিণ দিকে ক্ষুদ্রহর্ম্মোণ নামক পর্ব্বত। আমাদের বাম দিকে, দূরে উত্তর পশ্চিমে, কর্ম্মিল পর্ব্বত দেখিতে পাইলাম; এক্ষণে সমগ্র এস্‌দ্রিলন সমতল ক্ষেত্র আমাদের সমক্ষে বিস্তীর্ণ দেখা যাইতে লাগিল। এখানকার ভুমি উর্ব্বরা; ভাল গবর্ণমেণ্টের অধীনে থাকিলে এই স্থানে অধিক লোকের বসতি হইত। এস্‌দ্রিলন ক্ষেত্র পার হইতে আমাদের কয়েক ঘণ্টা লাগিয়াছিল, সেই কয়েক ঘণ্টা আমরা এই স্থানে ঘটিত সেকালের নানা ঘটনার বিষয় চিন্তা করিবার সুযোগ পাইয়াছিলাম। যাইতে যাইতে আমরা গিল্‌বোয় পর্ব্বতের অনতিদূরে পূর্ব্ব দিকে একটী ছোট পাহাড়ের উপরে একখানি গ্রাম দেখিলাম। এই গ্রামের বর্ত্তমান নাম জেরিন, ইহাই সেকালের যিষ্রিয়েল (১ রা ১৮;৪৫)। ঘণ্টাখানেক পরে পূর্ব্বদিকে ক্ষুদ্রহর্ম্মোণের নিম্নভাগের ঢালুতে কতকগুলি গৃহসম্বলিত একটী পল্লী দেখিতে পাইলাম; উহাই শূনেম (২ রা ৪; ৮)। আরও আগে ক্ষুদ্রহর্ম্মোণের উত্তর দিকের ঢালুতে আমরা নায়িন নগর দেখিলাম (লূক ৭; ১১)। উহার ওপার্শ্বে অনতিদূরে ঐন্‌দোর (১ শমূ ২৮; ৭)। এক্ষণে গোলাকার তাবোর পর্ব্বত (বি ৪; ১২) আমাদের সম্পূর্ণ দৃষ্টিগোচর হইল। এতক্ষণ ক্ষুদ্রহর্ম্মোণের অন্তরালে থাকায় এই পর্ব্বত আমাদের দৃষ্টি-বহির্ভুত ছিল। এই কয়েকটী আমাদের দৃষ্ট স্থানগুলির মধ্যে প্রধান।

যিষ্রিয়েলের ঘটনাবলি।

এক্ষণে ঘটনাবলির কথা বলিতেছি। সীষরা সসৈন্যে এস্‌দ্রিলন

তলভুমির পশ্চিম ভাগে শিবির স্থাপন করিয়াছিলেন। এই স্থান আমাদের বামদিকে কয়েক মাইল দূরে ছিল। লোকেরা ঈশ্বরকে পরিত্যাগ করিয়াছিল বলিয়া ইস্রায়েল শত্রুর অত্যাচারে আর্ত্তনাদ করিতেছিল। কিন্তু উদ্ধারও নিকটবর্ত্তী ছিল। আমাদের দক্ষিণ পার্শ্বস্থ তাবোর পর্ব্বতে বারক ও দবোরা উত্তরদিক্স্থ সবূলূন ও নপ্তালির পার্ব্বত্য অঞ্চল হইতে দশ সহস্র সাহসিক পুরুষ লইয়া সান্ধ্য তিমিরাগমের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। তাঁহারা নিস্তব্ধ ভাবে, সম্ভবতঃ রাত্রিযোগে, সীষরার সৈন্যদলকে আক্রমণ করেন, তাহাদিগকে হতাহত ও ছিন্নভিন্ন করিয়া ফেলেন। আবার যুদ্ধকালে শত্রুসৈন্য বৃষ্টি ও শিলাবৃষ্টিতে অবসন্ন হইয়া পড়িল, এবং হঠাৎ পার্ব্বত্য স্রোতঃপ্রবাহে কীশোন্ নদী পূর্ণ হইয়া উঠিল, শত্রুপক্ষের পলায়মান অনেক লোক সাগর-জলে ভাসিয়া গেল। এই রূপে ইস্রায়েল সে যাত্রা উদ্ধার পায়। বিচার ৪ অধ্য দেখ।

কিছু কাল পরে ইস্রায়েলীয়েরা "পুনর্ব্বার সদাপ্রভুর সাক্ষাতে কদাচরণ" করে, তাহাতে তিনি পূর্ব্বদিক্ হইতে, যর্দ্দনের পরপার হইতে, মিদিয়োনীয় তাম্বুবাসীদিগকে তাহাদের বিরুদ্ধে আনয়ন করেন। তখন ইস্রায়েল-সন্তানগণ নিরুপায় হইয়া আবার ঈশ্বরের কাছে ক্রন্দন করে, তাহাতে ঈশ্বর শিখিমের কয়েক মাইল দক্ষিণস্থ এক গ্রাম হইতে গিদিয়োন্‌কে উঠান। মিদিয়োনীয়েরা গিল্‌বোয় পর্ব্বত ও "মোরি পর্ব্বতের" (ক্ষুদ্রহর্ম্মোণের) মধ্যবর্ত্তী তলভূমিতে শিবির স্থাপন করে। রাত্রিযোগে গিদিয়োনের তিন শত লোক নামিয়া আসিয়া উত্তর, পশ্চিম ও দক্ষিণ, এই তিন দিক্ হইতে মিদিয়োনকে বেষ্টন করে, কেবল পূর্ব্বদিকে যর্দ্দনাভিমুখে শত্রুর পলায়নের পথ রাখে। অকস্মাৎ তিন শত তূরী বাজিয়া উঠিল, তিন শত মশাল জ্বলিয়া উঠিল। সুষুপ্ত শত্রু-

গণ জাগরিত হইবামাত্র মহাভয়ে বিহ্বল হইয়া পড়িল, ভাবিল, এক এক বলদলের সঙ্গেই এক এক তুরী বাজিতেছে। এইরূপে ত্রাসে শত্রুগণ ছিন্নভিন্ন হইয়া পলাইতে লাগিল। দেশ পুনর্ব্বার শত্রুহস্ত হইতে উদ্ধার পাইল। বিচার ৬, ৭ অধ্যায় দেখ।

প্রায় দুই শতাব্দীর পর পশ্চিম হইতে অন্য শত্রু (পলেষ্টীয়গণ) উপস্থিত হয়। মিদিয়োনীয়দের ন্যায় তাহারাও শূনেমে ও যিষ্রিয়েলে শিবির স্থাপন করে। ইস্রায়েলীয়েরা গিল্বোয় পর্ব্বতে একত্র হয়, কিন্তু এবার তাহাদের নেতা আর গিদিয়োন নয়, ঈশ্বর-ত্যক্ত শৌল। মহাশঙ্কাযুক্ত হইয়া শৌল চুপে চুপে শত্রু সৈন্যের পার্শ্ব দিয়া ঐন্‌দোর-বাসিনী মায়াবিনীর কাছে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিতে যান। তাঁহার চেষ্টা ব্যর্থ হইল, পর দিন তিনি তিন পুত্রসহ নিহত হন, ইস্রায়েল পরাজিত হয়। ১ শমূ ২৮ ও ৩০ অধ্যায় দেখ।

দেড় শত বৎসর পরে আহাব ইস্রায়েলের উপর আধিপত্য করেন। তিনি অধিপতি হইয়াও আপনার ভার্য্যা ঈষেবলের প্রবলা ইচ্ছার বশবর্ত্তী হইয়া চলিতেন। ঐ পূর্ব্বদিকে যিষ্রিয়েল, ঐ স্থানে আহাবের এক প্রাসাদ ছিল; পশ্চিম দিকে কর্ম্মিল গিরি, এই গিরির শিখরদেশে ঈশ্বর অগ্নিদ্বারা এলিয়ের প্রার্থনার উত্তর প্রদান করেন। আর বাল-দেবের যাজকগণ ইস্রায়েলের সত্য রাজা যিহোবার বিদ্রোহী বলিয়া কীশোন-তীরে হত হয়। কৃষ্ণবর্ণ মেঘমালায় আকাশ ছাইয়া ফেলিয়াছিল। আমরা যে দিন এই অঞ্চলে ছিলাম, সে দিনও সেই রূপ হইয়াছিল। যাহা হউক, আহাব কর্ম্মিল হইতে রথারোহণে ত্বরিত বেগে এই তলভূমি দিয়া যিষ্রিয়েলে যাইতে লাগিলেন, আর এলিয় অসাধারণ উদ্যম সহকারে সমস্ত পথ আগে আগে দৌড়িলেন। অতঃপর যিষ্রিয়েলীয় নাবোতের দ্রাক্ষাক্ষেত্রের কথা, যেহূর রথচালন দর্শনকারী প্রহরীর কথা,

ঈষেবেলের মৃত্যুর কথা, এবং যিষ্রিয়েলে ইস্রায়েল ও যিহুদার রাজাদের সাক্ষাৎকারের কথা মনে পড়ে। ১ রাজ ১৮ ও ২১ অধ্যায় এবং ২ রাজ ৯ অধ্য দেখ।

শূনেম ও নায়িন নগর।

তিন শত বৎসর পরে ইস্রায়েলের শেষ ধার্ম্মিক রাজা যোশিয় এই তলভূমিতে মিসরের প্রবল বলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-যাত্রায় হত হন (২ রাজ ২৪ ; ২৯)। সেই সময় হইতে অনেক কাল, এমন কি, নেপোলিয়ানের সময় পর্য্যন্ত এই তলভূমিতে আরও অনেক যুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। আর একটী কথা মনে পড়ে ; ঐ ক্ষুদ্রহর্ম্মোণ পর্ব্বতের দক্ষিণে শূনেম দেখা যাইতেছে, ঐ স্থানে ইলীশায় ভাববাদীর এক কুঠরী ছিল। শূনেমীয়া মহিলার সন্তানের মৃত্যু হইলে তিনি পশ্চিমস্থ কর্ম্মিল পর্ব্বত পর্য্যন্ত ভাববাদীকে ডাকিতে যান, আর ইলীশায় সেই মৃতকে জীবিত করিবার জন্য কর্ম্মিল হইতে শূনেমে ফিরিয়া আইসেন (২ রাজ ৪ অধ্যায়)। আর একটী ঘটনা মনে পড়িল, তাহা চিরস্মরণীয় ; ক্ষুদ্রহর্ম্মোণের উত্তর পার্শ্বে তাবোরের সম্মুখস্থ ঐ ক্ষুদ্র লোকালয় নায়িন নগর। সেখানে যীশু বিধবার সন্তানকে জীবন দান করিয়াছিলেন (লূক ৭ ; ১১-১৬)। শূনেমে ইলীশায় ও নায়িনে যীশু মৃতকে সঞ্জীবিত করেন। উহার একটী মোরি পর্ব্বতের (আধুনিক নাম ক্ষুদ্রহর্ম্মোণ) দক্ষিণ ও অপরটী উত্তর ঢালুতে অবস্থিত। এস্‌দ্রিলন সমভূমি দিয়া ধীরে ধীরে যেমন আমরা অগ্রসর হইতে লাগিলাম, অমনি এই রূপ নানা ঘটনার কথা আমাদের মনে পড়িতে লাগিল। আমাদের দক্ষিণে ও বামে যে সকল স্থান আমরা দেখিয়াছি, সেই সকল স্থানে কত ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছিল, সেগুলি আমরা মনোমধ্যে অঙ্কিত করিয়া লইতে লাগিলাম।

নাসরতের কাছে মেষপাল দর্শন।

নাসরৎ আমাদের সম্মুখে, দৃষ্টিপথের অন্তর্ভূতই ছিল। আমরা বরাবর টেলিগ্রাফ লাইন ধরিয়াই চলিলাম, কেননা ঐ পথ দিয়াই তারের লাইন পড়িয়াছে। এই রূপে পুরাতন ও নূতনের সম্মিলন হইয়াছে! যে স্থান হইতে ক্রমশঃ পর্ব্বতে উঠিতে হয়, সেই স্থানে উপস্থিত হইবার পূর্ব্বক্ষণে এক মেষপাল দেখিলাম, মেষেরা নীরবে পালকের পশ্চাৎ চলিতেছিল। "উত্তম মেষপালকের" পালনস্থান নাসরতের নিকটবর্ত্তী হইবার সময় এই দৃশ্যটী আমাদের কাছে বড় চমৎকার বোধ হইল। সমভূমি পরিত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে আমরা ইষাখর-অঞ্চল ছাড়াইয়া সবূলূনের পার্ব্বত্য অঞ্চলে উপস্থিত হইলাম, তখন আবার আমাদিগকে শৈলময় পথ দিয়া চলিতে হইল। এক ঘন্টার মধ্যে আমরা পর্ব্বতের উপরিভাগে উঠিলাম, তখন নাসরৎ একেবারে আমাদের সম্মুখে পড়িল। অল্পক্ষণের মধ্যেই "নাসরৎ হোটেলে" উপস্থিত হইয়া শ্রান্তি দূর করিলাম। দিবাবসানের পূর্ব্বে সি, এম, এস, সংক্রান্ত এক জন দেশীয় পাদ্রির সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলাম; অন্ধকার হইবার পূর্ব্বেই নগরের কিছু কিছু দেখিয়া বেড়াইলাম।

নাসরৎ নগর।

আমরা নাসরতে বেড়াইয়া তথাকার পুণ্যস্থানাদি দেখিবার জন্য বিশেষ উৎসুক হই নাই। বর্ত্তমান নাসরৎ আধুনিক সহর, তত্রত্য গৃহাদিও আধুনিক, পুরাতন প্রায় কিছু নাই। যে সকল স্থান সেকালের 'পুণ্য স্থান' বলিয়া গণিত, সেগুলি বাস্তবিক ইদানীন্তন, সেকালের নয়। কিন্তু একথা সত্য যে, এই নগরে যীশু আপনার পার্থিব জীবনের অধিকাংশ কাল যাপন করিয়াছিলেন, আর এখানকার যে সকল পাহাড় তিনি নিত্য দেখিতেন, যে সকল পাহাড়ে তিনি ভ্রমণ করিতেন, সেইগুলি আজিও যা

তাই আছে। এখানে দুই একটী সারের ঢিবি দেখিয়া ধর্ম্মশাস্ত্রের কথা আমার মনে পড়িয়াছিল। নাসরতে সারের ঢিবি! কিন্তু আমাদের প্রভু চারিদিকে এরূপ অনেক ঢিবি দেখিয়া থাকিবেন। এক ঢিবি আমরা একটী ভাঙ্গা ঘরের কাঁথড়ার উপর দেখিয়াছিলাম, দেখিয়া এই কথা আমাদের মনে পড়িল যে, "তাহার গৃহ সারের ঢিবি করা যাইবে (ইস্রা ৬ ; ১১)।" সেকালে যে প্রণালীতে উল অর্থাৎ পশম পরিষ্কার করা হইত পড়িয়াছি, ও ভারতবর্ষে যে প্রণালীতে করিতে দেখিয়াছি, প্রায় সেই প্রণালীতে এখানে একটী লোককে পশম পরিষ্কার করিতে দেখিলাম।

নাসরৎ ও কান্না।

পরদিন আমরা গালীলীয় হ্রদের অভিমুখে অগ্রসর হইলাম। নগরের মধ্য দিয়া যাইবার সময় আমরা নগরের উনুই দেখিলাম। এ উনুইটী কিন্তু সেকালের বটে। এই জলাকর হইতে মরিয়ম বা আমাদের প্রভুর কোন 'ভগিনী' পরিবারের ব্যবহারার্থে প্রতিদিন জল তুলিতেন, হয় ত বাল্যকালে যীশুও কখন কখন তাঁহাদের সঙ্গে যাইতেন। উনুইয়ের উপরে যে ঘরখানি আছে, তাহা সেকালের নয়, কিন্তু উনুইটী আগেও যা ছিল, এখনও তাহাই আছে। নগরের পিছন দিকে যে পাহাড় আছে, আমরা সেই পাহাড়ে উঠিয়া নীচের দিকে চাহিয়া বেশ সুন্দর দৃশ্য নয়নগোচর করিলাম। আর আমরা দেখিলাম, পূর্ব্ব ও পশ্চিমদিক্ হইতে দলে দলে উট আসিয়া নগরে প্রবেশ করিতেছে। তৎপরে আমরা যাইতে যাইতে একটা ক্ষুদ্র শহর ফেলিয়া গেলাম, সেখানে গ্রীক ও রোমীয় মণ্ডলীর লোকেরা পরস্পরের প্রতি দ্বেষবিষ উদ্গীরণ করিয়া খ্রীষ্টীয়ান নামে কলঙ্ক আনিয়াছে। ভারতেও এইরূপ দেখা যায় বটে, কিন্তু ক্বচিৎ, সর্ব্বত্র নয়। আমরা আর একটী স্থান ফেলিয়া গেলাম, অনুমানতঃ সে স্থানটী সেকালের গাৎ-হেফর

(২রা ১৪; ২৫), যোনাহের জন্মস্থান। ইহার পরে কেফ্র-কান্না নামক স্থানে পঁহুছিলাম। পূর্ব্বাপর জনশ্রুতি অনুসারে এই স্থানেই গালীলের কান্না নগর ছিল। কয়েক মাইল দূরে আর একটী স্থান আছে, কেহ কেহ অনুমান করেন যে, সেই স্থানই প্রকৃত কান্না, কিন্তু সম্ভবতঃ এই কেফ্র-কান্নাই আসল কান্না। আমরা এখানকার উনুইটী দেখিলাম ; যদি এই স্থানই কান্না নগর হয়, তবে যীশু এই উনুই হইতে তোলা জল দ্রাক্ষারসে পরিণত করিয়াছিলেন। প্রকৃত কান্না যেখানেই হউক না কেন, উহা নাসরৎ হইতে অধিক দূরবর্ত্তী ছিল না। কি জানি, হয় ত কান্না নগরের সঙ্গে নাসরতের প্রতিযোগিতা ছিল বলিয়াই এই প্রবাদের উৎপত্তি হয় যে, "নাসরৎ হইতে কি কোন উত্তমের উদ্ভব হইতে পারে ?" নথনেল কান্না-নিবাসী ছিলেন, অথচ নাসরতের এমন নিকটে বাস করি-লেও তিনি যীশুর নাম শুনেন নাই। (যো ১ ; ৪৬। ২১ ; ২)। ইহাতে জানা যায়, সেই ত্রিশ বৎসর ব্যাপিয়া প্রভু যীশু কেমন গুপ্তভাবে জীবন যাপন করিয়াছিলেন। কফরনাহূম হইতে এক রাজপুরুষ আসিয়া যখন যীশুকে বলিয়াছিলেন, "প্রভো, আমার বালকটী না মরিতে মরিতে নামিয়া আইস্থন," তখন যীশু কান্না নগরে ছিলেন (যো ৪ ; ৪৬, ৪৭)। রাজপুরুষ বলিয়াছিলেন, "নামিয়া আইস্থন"। নামিয়া আসাই বটে ! কান্না নগর পাহাড়ের উপরে, অনেক উচ্চে ; কফরনাহূম নগর হ্রদের ধারে, অনেক নীচে ছিল।

হাত্তিনের শৃঙ্গ।

ইহার পরে আমরা এক সুদীর্ঘ সমভূমিতে নামিলাম, উহা প্রায় এস্দ্রিলন তলভূমির তুল্য। কয়েক ঘণ্টা পরে আমরা এক পর্ব্বত-শিখরে উপস্থিত হইলাম, তাহা "হাত্তিনের শৃঙ্গ" নামে খ্যাত। এরূপ কিম্বদন্তী আছে যে, এই স্থান হইতেই

পার্ব্বত্য উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছিল। স্থানটী দেখিলে উহা সম্ভবও বোধ হয়। দম্মেশকের পথের নিকটবর্ত্তী হওয়ায় এ স্থলে অনেক লোক সমাগত হইতে পারিয়াছিল, আর যীশু হয় ত পর্ব্বতের ঢালুতে বসিয়া এইরূপ সমাগত জনসমূহের নিকট কথা বলিয়াছিলেন। কিন্তু আমরা এই কিম্বদন্তীতে সম্পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারি নাই, কেননা জনপ্রবাদানুসারে আবার ইহার নিকটেই পাঁচ সহস্র লোকের ভোজন-স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে; কিন্তু সুসমাচারোক্ত বিবরণ পাঠ করিলে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, সেই আশ্চর্য্য ক্রিয়া হ্রদের ওপারে হইয়াছিল। ক্রুশাদ যুদ্ধের সৈন্যগণ এই হাত্তিনে শত্রুদের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইয়াছিল। এই স্থানের নিকট হইতে আমরা প্রথমে গালীলীয় হ্রদ দেখিতে পাই; হ্রদের কেবল উত্তরাংশ দেখিয়াছিলাম। অগ্রসর লইয়া ঠিক সম্মুখে পশ্চিম কূলে তিবিরিয়া নগর দেখিতে পাইলাম।

তিবিরিয়া নগর।

গালীল হ্রদের কূলে তিবিরিয়া নগর ছাড়া এখন আর কোন নগর নাই। এই নগর হেরোদ রাজা কর্ত্তৃক স্থাপিত হয়, পূর্ব্বে দেবপূজকেরা এখানে বাস করিত বলিয়া যিহূদীরা থাকিত না। কিন্তু শত শত বৎসর ধরিয়া তিবিরিয়া নগর যিহূদীদের একটী অতি বড় পুণ্য নগর হইয়া উঠিয়াছে। এখানকার যিহূদীরা পুণ্যাভিমানী, স্থানটীও অস্বাস্থ্যকর। আমরা যিরূশালেমে যেমন, তেমনি এখানেও অনেক শীর্ণকায় লোক দেখিলাম; তাহাদের পরিধানে পুরাতন বস্ত্র, মাথায় কাল টুপি, দুই গোছা কোঁকড়ান চুল মুখের দুই দিকে ঝুলিয়া পড়িয়াছে। এদেশের সকল পুণ্য নগরের যিহূদীরা এইরূপ।

তিবীরীয় বা গালীলীয় সমুদ্র।

স্কচ মিশন সংক্রান্ত এক জন দেশীয় খ্রীষ্টীয়ান তিবিরিয়া নগরে এক হোটেল রাখিয়াছেন। এই সময়ে দম্মেশক নগরে ওলাউঠার প্রকোপ হেতু যাত্রীদের যাতায়াত দুষ্কর হইয়াছিল বলিয়া হোটেল-রক্ষক উপস্থিত ছিলেন না, তিনি অন্য এক গৃহে হোটেল সরাইবার বন্দোবস্ত করিতেছিলেন, তাই তিবিরিয়ায় পঁহুছিলে আমাদের জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির আয়োজন করিতে তাঁহার অনেকটা বিলম্ব হইয়াছিল। ইতিমধ্যে আমরা হ্রদ-তীরে গিয়া হ্রদ দেখিয়া আসিলাম। জল তখন একেবারে নিথর ছিল; আমাদের মনে হইতে লাগিল, এমন শান্ত জলে কেমন করিয়া মাঝে মাঝে ভয়ানক তুফান উঠে? আমরা দেখিলাম, সাগরে ঝাঁকে ঝাঁকে অনেক মাছ লাফাইতেছে। অতঃপর আমরা মিশন বাটীতে গিয়া ফ্রী চর্চ্চ মিশনের ইউইং সাহেব, যিনি যিহূদীদের মধ্যে কার্য্য করিতেছেন, তাঁহার সঙ্গে ও মেডিকেল মিশনারী ডাক্তার টরেন্সের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলাম। হোটেলে ফিরিয়া আসিয়া দেখিলাম, আমাদের খাদ্য প্রস্তুত হইয়াছে। পরদিবসের জন্য এই স্থির করিলাম যে, নৌকাযোগে 'টেল্‌হূম' দেখিতে যাইব। অনেকে বলেন, এই টেল্‌হূম যেখানে, সেই স্থানে পূর্ব্বে কফরনাহূম ছিল। রাত্রে বৃষ্টি ও মেঘগর্জ্জন হইয়াছিল।

গালীল সাগরে যাত্রা।

পরদিন সকাল বেলা আহার করিয়া গিয়া নৌকায় চড়িলাম। দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলাম, কাল যে সাগর এমন শান্ত ছিল, আজ তাহাতে ছোট ছোট ঢেউ বহিতেছে। আমরা ছবিতে গালীল-হ্রদে যেরূপ নৌকা দেখিয়াছি, আজ হঠাৎ সেইরূপ নৌকায় উঠিলাম। সাধারণ আকৃতিতে আমাদের নৌকার মাঝি মাল্লারা পিতর, আন্দ্রিয় ও যোহনের মত, যেন ইহা-

দের সঙ্গে আমরা এখন সত্য সত্যই গালীল-সাগর-বক্ষে নৌকা ভাসাইয়া চলিলাম ; মনে একটী অপূর্ব্ব ভাবের উদয় হইল। আমরা তিন জন "নৌকার পশ্চাদ্ভাগে" (মা ৪ ; ৩৮) বসিলাম। লোকগুলি নৌকা ভাসাইয়া পাল তুলিয়া দিল, নৌকা সাগর-বক্ষঃ ভেদ করিয়া চলিল। পশ্চিম দিকে, তিবিরিয়ার উত্তরে, সাগর একটু বেঁকিয়া গিয়াছে, আমরা সোজা উত্তরে টেল্‌হুম অভিমুখে চলিলাম। আমরা কতক দূর গেলে বাতাস জোরে বহিতে লাগিল, আমাদের নৌকায় জলের ছিটা আসিতে লাগিল। গালীল সাগরে হঠাৎ ভয়ানক তুফান উঠিয়া থাকে, সেই জন্য আমি ভাবিতে লাগিলাম, হয় ত আমাদের না আসাই ভাল ছিল। কিন্তু দেখিলাম, নাবিকেরা কিছুই চিন্তিত হয় নাই, আর পশ্চিম বাতাসে পশ্চিম উপকূলের অন্য কোন স্থানে যাওয়া অপেক্ষা সোজাসুজি টেল্‌হুম যাওয়া সহজ। অতএব যিনি এই হ্রদের উপরে তরঙ্গমালাকে বলিয়াছিলেন, "থাম, শান্ত হও", তাঁহার উপরে নির্ভর করত নিশ্চিন্ত হইলাম, এবং যেমন নৌকা চলিতে লাগিল, অমনি সাগরের এদিক ওদিক দেখিতে লাগিলাম।

বৈৎসৈদা প্রভৃতির অবস্থিতি স্থান।

ঘন্টা দুয়েকের মধ্যে আমরা কূলে পঁহুছিলাম, আর জলযোগের পর হাঁটিয়া দশ মিনিটের মধ্যে টেল্‌হুমে গেলাম। এস্থলে একটী সমাজ-গৃহের ভগ্ন কাঁথড়া আছে, হয় ত এই সমাজ-গৃহে আমাদের প্রভু জীবনদায়ক খাদ্যের বিষয় উপদেশ দিয়াছিলেন ; কিন্তু ইহা নিশ্চিত নয়। কেহ কেহ অনুমান করেন, কফরনাহূম এখান হইতে পশ্চিমে এক মাইল বা দুই মাইল দূরে ছিল। যাহা হউক, এই দিবসে মেঘের গোলযোগ ছিল না, সূর্য্য সুবিমল কিরণ

বিতরণ করিতেছিল; আমরা আনন্দে চারিদিকে দেখিতে লাগিলাম। হ্রদের উত্তর প্রান্তে কিছু দূরে সেকালের বৈৎ-সৈদার অবস্থিতি স্থল দেখা যাইতেছিল; কিন্তু অনেকের মতে মৎস্যধারী প্রেরিতদিগের নিবাসস্থল যে বৈৎসৈদা, তাহা পশ্চিম উপকূলে কফরনাহূমের নিকটেই ছিল। পূর্ব্বদিকে সমুদ্রের পরপারে দুই তিন মাইল দূরে যে স্থানে পাঁচ হাজার লোক রুটী ভোজন করিয়াছিল, তাহার পশ্চাদ্ভাগে ঐ উচ্চ পর্ব্বতে উঠিয়া যীশু প্রার্থনা করিতেছিলেন (যো ৬; ১৫)। প্রবল বায়ু বশতঃ তাঁহার শিষ্যগণ নৌকা বাহিতে বাহিতে ক্লান্ত হইতেছিলেন। আমরা সমুদ্র-কূলে যেখানে বসিয়াছি-লাম, তাঁহারা সেখানে বা তাহার নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে আসিবার জন্য চেষ্টা করিতেছিলেন। পূর্ব্বতীরের দক্ষিণ ভাগে, তিবিরিয়া নগরের প্রায় ঠিক পরপারে, সেই শৈলাগ্র দেখিলাম, যাহার উপর দিয়া শূকরেরা বেগে দৌড়িয়া গিয়া সমুদ্রে পড়িয়া মরিয়াছিল (মা ৫; ১৩)। আমাদের পশ্চাৎ দিকে দুই মাইল দূরে কোরাসীন নগরের অবস্থিতি স্থান, পশ্চিম কূলে আমাদের সম্মুখে গিনেষরৎ সমভূমি, তাহার ওদিকে মেজদেল, সেকালের মগ্দলা। আমরা যেখানে ছিলাম, তাহার নিকটে কোন স্থানে নৌকা লাগান হইলে যীশু নৌকা হইতে তীরস্থ লোকসমূহকে উপদেশ দিয়াছি-লেন। আমাদের ফিরিয়া আসিবার সময় আমরা কএকটী স্থান দেখিয়াছিলাম, যেখানে নৌকা লাগাইয়া নৌকা হইতে তীরবর্ত্তী লোকদিগকে উপদেশ দিবার বেশ সুবিধা হইয়া-ছিল। এই স্থানে বা ইহারই নিকটে যীশু যায়ীরের কন্যাকে বাঁচাইয়াছিলেন, শতপতির দাসকে সুস্থ করিয়াছিলেন, এবং আর আর অনেক আশ্চর্য্য কার্য্য করিয়াছিলেন। অত্রত্য অধিবাসিগণ সেই সকল কার্য্য দেখিবার অধিকার প্রাপ্ত হও-য়াতে এস্থান "স্বর্গ পর্য্যন্ত উন্নত" হইয়াছিল, কিন্তু এখন

এমন অধোগতি প্রাপ্ত হইয়াছে যে, কফরনাহূম কোথায় ছিল, তাহা আজ নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। আবার ইহার অবিশ্বাসী অধিবাসীরা সোর ও সীদোন, সদোম ও ঘমোরা-বাসী লোকদের অপেক্ষাও স্ব স্ব ভয়ানক দোষের ফল ভোগ করিয়াছে (মথি ১১ ; ২১-২৪)।

জলপথে প্রত্যাগমন।

আমরা নৌকায় ফিরিয়া গিয়া নৌকা খুলিয়া দিলাম। বাতাস প্রতিকূল হওয়াতে মাল্লারা দাঁড় ধরিল। বাতাস খুব জোরে বহিতেছিল, এমন নয়, তবু পাঁচটী বলবান লোকে দাঁড় টানিতে টানিতে কষ্টে নৌকা চালাইতে লাগিল, নৌকা আস্তে আস্তে চলিতেছিল। ইহা দেখিয়া বুঝিতে পারিলাম যে, শিষ্যগণ প্রবল প্রতিকূল বায়ু বশতঃ সারা রাত্রি অনেক পরিশ্রম করিয়াও কেন অগ্রসর হইতে পারেন নাই। কিন্তু তাঁহারা যখন যীশুকে নৌকায় তুলিয়া লইয়াছিলেন, তখন নৌকা অমনি গিয়া কূলে লাগিল, ইহা দেখিয়া তাঁহারা কতই না আশ্চর্য্য হইয়াছিলেন! (যো ৬ ; ১৬-২১)। এক মাইল বা দুই মাইল পর্য্যন্ত তীরভূমিতে অনেক পাথর দেখা যায়, এই সমস্ত পাথর কফরনাহূম, বৈৎসৈদা বা আর কোন বৃহৎ নগরের ভগ্নাবশেষ। এক স্থানে দেখিলাম, সুন্দর একটী জল-স্রোত আসিয়া সাগরে পড়িয়াছে। কেহ কেহ অনুমান করেন, এই স্থানে কফরনাহূমের বাণিজ্যার্থক উপনগর ছিল। এপর্য্যন্ত হ্রদের তট জল হইতে কিছু উচ্চ দেখা যাইতেছিল, কিন্তু এক্ষণে আমরা যেখানে আসিলাম, সেখানকার ভূমি কমবেশ দুই মাইল পর্য্যন্ত একেবারে সমান ; ইহাই উর্ব্বর "গিনেষরৎ প্রদেশ"। মাল্লারা দাঁড় ছাড়িয়া দিয়া গুণ টানিতে লাগিল, তখন আমার বোধ হইল যেন, ভারতবর্ষে আছি। দেখিতে দেখিতে আমরা পূর্ব্বশ্রীবিরহিত মেজদেল গ্রামের ধারে আসিলাম, উহা এক উদগ্র পর্ব্বতের পাদদেশে

অবস্থিত। মেজ্‌দেলের (মগ্‌দলার) নিকট দিয়া যাইবার সময় আমাদের মনে পড়িল, প্রায় উনিশ শত বৎসর পূর্ব্বে মরিয়ম নাম্নী একটী বালিকা এই স্থানে সাগর-তটে খেলা করিত, সাগরের জল দেখিত, আর দেখিত যে, সাদা সাদা পাল খাটাইয়া নৌকা যাইতেছে, আবার চারিদিকে দৃষ্টি করিয়া কূলে অনেক শহরও দেখিত। কিন্তু তখন সে স্বপ্নেও ভাবে নাই যে, জগতের শেষ পর্য্যন্ত পৃথিবীর প্রান্তভাগ অবধি সে "মগ্‌দলীনী মরিয়ম" নামে বিখ্যাতা হইবে। ঐ দিকে বৈৎসৈদা নগরে চারিটী ধীবর-সন্তান খেলা করিত; তাহাদের পিতা যোনা ও সিবদিয় জালজীবী ছিলেন, মৎস্য ধরিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। ভাল করিয়া পিতৃ-ব্যবসায় শিক্ষা করিবে, ইহাই ঐ বালকদিগের উচ্চ আশা ছিল, ইহার বেশী কিছু তাহারা আশা করিতে পারে নাই। তাহারা জানিত না যে, ভূতলে অবতীর্ণ স্বর্গীয় প্রভু তাহা-দিগকে মনুষ্যমীন ধরিবার জন্য প্রেরণ করিবেন, এবং পিতর, আন্দ্রিয়, যাকোব ও যোহন, এই চারি নাম ধরাধামে স্মরণীয় হইয়া থাকিবে। এই স্থান হইতে কুড়ি মাইল দূরে পার্ব্বত্য অঞ্চলে অজ্ঞাত অপরিচিত ভাবে সূত্রধরের ঘরে আর একটী বালক দিন দিন বাড়িয়া উঠিতেছিলেন; তিনিই ভূতলে অবতীর্ণ সেই প্রভু, বহুকালপ্রতীক্ষিত মশীহ, জগ-তের ত্রাণকর্ত্তা। পার্ব্বত্য অঞ্চল ও সমুদ্র-তটবাসী লোকেরা রাজনীতি ও ধর্ম্ম-সংক্রান্ত কত প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া তর্ক বিতর্ক করিত, রোমীয় শাসনকর্ত্তার ব্যবহার, মহাযাজকের কার্য্য, শাবৎদিনে ঠিক কত হাত চলিতে পারা যায়, এই সকল বিষয়ে তাহারা আলাপ করিত; কিন্তু যীশু ও পিত-রাদি বালকদের এবং মগ্‌দলীনী মরিয়মের বিষয়ে কোন কথা লইয়া কখনও মাথা ঘামাইত না। ভবিষ্যতে ছুতারের ছেলে ও জেলের ছেলেরা কি হইয়া উঠিবে, কি কার্য্য করিবে,

কি ভাবে চলিবে, এ সকল চিন্তা করা তাহাদের লঘু বিষয় বোধ হইত! সময়ে বড় লোক ও ছোট লোক সম্বন্ধে আমাদের মতের ঘোরতর পরিবর্ত্তন হইয়া যায়।

গালীল সাগরের দুইটী ছোট মাছ।

দিবাবসান কালে আমরা তিবিরিয়া নগরে পঁহুছিলাম। আমাদের মাল্লারা গোটাকতক মাছ ধরিবার চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু "দুইটী ছোট মাছ" ছাড়া আর কিছুই আনিতে পারে নাই। সে দুইটী মাছ কি! দুই জন ক্ষুধিত লোকের পক্ষেও তাহা কিছু নয়। কিন্তু এই হ্রদের কূলেই প্রভু দুইটী মৎস্যে কত লোককে তৃপ্ত করিয়াছিলেন! বৈকালে আমরা মিশন বাটীতে গিয়া কএক ঘন্টা যাপন করিলাম; তথায় বন্ধুদিগের নিকট হইতে বিদায় লইয়া আসিবার সময় নির্ম্মল চন্দ্রালোকে হ্রদের প্রতি দৃষ্টি করিলাম, বড়ই সুন্দর দেখাইতে লাগিল। বন্ধুরা বলিলেন, সমুদ্রের আলো ও সৌন্দর্য্য দেখিতে তাঁহারা কখনও ক্লান্ত হন না। কিন্তু যখন আমাদের স্মরণ হয় যে, আমাদের প্রভুর সময় এই অঞ্চল ও এই সাগর কেমন পরিশ্রমের আবাসভূমি ছিল, তখন ইহার বর্ত্তমান উৎসন্ন দশা ভাবিতে গেলে মনে বড়ই দুঃখ জন্মে।

শেষবার গালীল সাগর দর্শন।

পরদিন সকালবেলা আমরা নগর দেখিতে বাহির হইলাম, একটু দেখিয়াই আমাদের দেখিবার সাধ মিটিয়া গেল; নগরের দশা বিশ্রী! আমরা হোটেলে ফিরিয়া আসিলাম, আহারের পরে আমরা তিবিরিয়া হইতে প্রস্থান করিয়া পাহাড়ের পথে উঠিতে লাগিলাম। উঠিতে উঠিতে দেখিলাম, উষ্ট্রেরা বাণিজ্য দ্রব্য লইয়া তিবিরিয়া নগরে আসিতেছে। পর্ব্বতে উঠিতে উঠিতে অনেকবার সাগরের দিকে দৃষ্টি পড়িতে লাগিল, ক্রমশঃ উপরে গিয়া সেই হাত্তিনের শৃঙ্গে

আরোহণ করিলাম, যাহার বিষয়ে পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। সেই স্থান হইতে সাগরটী দেখা যায়। বুঝিলাম, গালীল সাগর এই আমাদের শেষ দেখা, তাই কতকক্ষণ দাঁড়াইয়া ভাল করিয়া দেখিতে লাগিলাম। তার পর নামিলাম, তখন গালীল সাগরের দৃশ্য আমাদের স্মৃতির বিষয় হইয়া পড়িল, কিন্তু মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত সেই দৃশ্য আমাদের মনে থাকিবে।

নাসরতে প্রত্যাগমন।

আমরা যে পথে তিবিরিয়া নগরে গিয়াছিলাম, সেই পথেই ফিরিয়া আসিলাম; প্রায় সূর্য্যাস্তকালে নাসরতে পঁহুছিলাম, এবং নগরের পশ্চাতে যে পাহাড় আছে, চারি দিকে দেখিবার জন্য সেই পাহাড়ে গিয়া উঠিলাম। ঠাণ্ডা বাতাস বহিতেছিল, তাই আমরা অধিকক্ষণ থাকিতে পারিলাম না, কিন্তু পশ্চিমে কার্ম্মিলাগিরি ও "মহাসমুদ্র," উত্তরে নপ্তালির গিরিমালা, এবং দূরে হিমাবৃত হর্ম্মোণ ও লিবানোন পর্ব্বত, আর পূর্ব্বদিকে গিলিয়দের ও বাশন প্রদেশের উচ্চ ভূমি (নীলাভ রেখাবৎ), এবং তৎসম্মুখে তাবোর পর্ব্বত দেখা গেল। দক্ষিণে এস্‌দ্রিলন সমভূমি, গিল্‌বোয় গিরি ও মনঃশির গিরিমালা অবস্থিত। আমরা চিন্তা করিতে লাগিলাম, যীশু অবশ্যই অনেকবার আপনার স্বর্গীয় পিতার সঙ্গে আলাপ করিবার জন্য এখানে আসিয়াছিলেন। তাঁহার পিতার মহিমাপ্রকাশক কত পদার্থ এই স্থানের চারি দিকে বিরাজমান! আমরা শীতল বায়ু এড়াইবার জন্য অবতরণ পূর্ব্বক হোটেলে ফিরিয়া গেলাম।

---

* ৪৫, ৪৬ পৃষ্ঠা দেখ।

নাসরতের সূত্রধর-পরিবার।

নাসরৎ দেখিয়া আমার তত ভাল লাগে নাই, কারণ আগেকার কিছু সেখানে আর নাই। এখনকার নাসরৎ নূতন শহর, এখানে চিত্তাকর্ষক তেমন কিছু নাই, কেবল পর্ব্বত ও উদুট আছে, ইহা খ্রীষ্টের সময়েও ছিল। কিন্তু খ্রীষ্টের সময়েও নাসরৎ একটী সামান্য নগর বা গ্রাম ছিল, আবার উহার অখ্যাতিও ছিল। এখানে পাহাড়ের ধারে কোন জায়গায় যোষেফ সূত্রধরের সামান্য ঘর বাড়ী ছিল, সেই বাড়ীতে মরিয়ম ও যীশু এবং যীশুর ভ্রাতা ও ভগিনীগণ একত্র বাস করিতেন। তাঁহারা মানব-সমাজে অচেনা অজানা লোকের মত এই স্থানে বাস করিতেছিলেন। নিকটে সমাজগৃহ ছিল, শাবৎদিনে সেই গৃহে গিয়া তাঁহারা উপাসনা করিতেন। তাঁহাদের বাটীর চারি দিকে ধনবান ও দরিদ্র গৃহস্থেরা বাস করিত, আর সূত্রধর তাহাদের জন্য কার্য্য করিতেন। যীশু বাল্যকালে দিনের পাঠ সমাপ্ত হইলে, এবং যৌবন কালে দিবসিক কষ্টসাধ্য সূত্রধর-কার্য্য সমাপন করিলে, এই সকল পাহাড়ের কোন এক পাহাড়ে উঠিয়া নিরালায় আপন পিতার সঙ্গে আলাপ করিতেন। পাপ ও পাপী তাদৃশ স্থান হইতে দূরবর্ত্তী, কেবল পিতার মহিমাই পরিদৃশ্যমান। কতবার হয় ত শাবৎদিনে তিনি এই সুন্দর গিরি-শিখরে উপস্থিত হইয়া বিরলে ধ্যান করিতেন। যাহা হউক, এই দরিদ্র ব্যক্তি যখন হঠাৎ ভাববাদী হইয়া এক সময়ে স্বদেশে আসিলেন, তখন গ্রামের সমাজ যে তাঁহাকে অগ্রাহ্য করিবে, ইহা বিচিত্র নয়। এ আবার ভাববাদী! এ ত আমাদের মেজ, লাঙ্গল প্রভৃতি গড়িয়াছে! অহো, আমাদের গ্রামের এই সূত্রধর-সন্তান ভাববাদী হইয়া উঠিয়াছে! আমাদের অবিশ্বাসের জন্য এ ভর্ৎসনা করিতেছে! বড় ত বেআদবি! ইহাকে এখান

হইতে লইয়া যাও, ঐ পাহাড়ের উপরে লইয়া গিয়া নীচে ফেলিয়া দাও! লূক ৪; ২৯। এইরূপ কত জনে কত কি বলিত!

নাসরৎ হইতে যাত্রা।

আমরা প্রভাতে গাত্রোত্থান করিয়া আর একবার নাসরৎ নগরের পশ্চাদ্দিকের পর্ব্বতে উঠিলাম। যীশুর বাল্যকাল যাপনস্থল এই নগর একবার শেষ দেখা দেখিয়া লইলাম। তৎপরে পশ্চিমদিকে তিবিরিয়ার পথে চলিলাম। আবার অনেক উষ্ট্র দেখিতে দেখিতে চলিলাম, ইহারা পশ্চিম দেশের পণ্য দ্রব্য বহন করিয়া দম্মেশকে ও হাউরাণ (বাশন) প্রদেশে যাইতেছে। দেখিবার বিষয় আর তেমন কিছু পাইলাম না। এখন মনে হইতে লাগিল, আমরা যাহা যাহা দেখিতে আসিয়াছিলাম, তাহার প্রায় সকলই দেখা হইয়াছে, এক্ষণে গৃহাভিমুখে যাইতেছি।

শেষ দৃষ্টিক্ষেপ।

যাইতে যাইতে আমরা একবার পাহাড়ের উপরে উঠিতে ও একবার উপত্যকায় নামিতে লাগিলাম। এই রূপে কতক দূর গেলে আমাদের ঠিক সম্মুখে একার নগর দৃষ্টিপথে পতিত হইল। আমরা যেখানে আহার করিয়াছিলাম, সেই স্থান হইতে দেখা গেল, কর্ম্মিল গিরি সমুদ্র পর্য্যন্ত চলিয়া গিয়াছে, গিরি-পার্শ্বে আধুনিক কাইফা নগর অবস্থিত। আমরা অপরাহ্নে একার নগরে উপস্থিত হইলাম। এখানে তেমন কিছু দেখিতে পাই নাই। এস্থলে সি, এম, এস, সংক্রান্ত একটী ষ্টেষণ আছে, কিন্তু সে সময়ে আমরা তাহা জানিতাম না। পরদিন প্রত্যূষে যাত্রারম্ভ করিয়া ঘন্টা দুইয়েকের মধ্যে আমরা অক্‌যীব নগরে পঁহুছিলাম। অক্‌যীব ও একার (অক্কো) উভয় নগরের নাম বিচারকর্ত্তৃগণের

বিবরণ পুস্তকে উল্লিখিত হইয়াছে (১ ; ৩১)। প্রেরিত-দিগের সময়ে এই প্রকার নগর তলিমায়ি নামে বিখ্যাত ছিল (প্রে ২১ ; ৭)। অক্‌ষীব সমুদ্র-উপকূলবর্ত্তী আশের বংশের অধিকৃত দেশের একটী নগর। এখান হইতে ঘন্টা খানেকের মধ্যে আমরা উচ্চ এক পার্ব্বত্য ভূমিতে পঁহুছিলাম ; এই স্থান সেকালে ইস্রায়েল দেশ ও সোর অঞ্চলের সীমা স্বরূপ ছিল। সমুদ্র-কূল দিয়া আমাদের যাত্রা বেশ মনোরম্য বোধ হইতে লাগিল ; আকাশ পরিষ্কার ছিল। উচ্চভূমিতে উঠিবার সময় আমি একবার ফিরিয়া চাহিলাম, বুঝিলাম, ইস্রায়েল-দেশের প্রতি এই আমার শেষ দৃষ্টি-ক্ষেপ। সবূলূন ও নপ্তালির গিরিমালা এবং দক্ষিণ দিকে কর্ম্মিল ও মনঃশির কিয়দংশ দেখা যাইতেছিল। যেখানে পথের মোড় ফিরিয়াছে, সেখানে গেলে কর্ম্মিল ছাড়া ইস্রা-য়েল-দেশের আর সমস্ত যেন লুকাইয়া গেল ; আর একবার মোড় ফিরিলে কর্ম্মিল পর্য্যন্ত অদৃশ্য হইল। তখন আমি বুঝিলাম, প্রকৃত পক্ষে আমার পালেষ্টাইন দর্শন সমাপ্ত হইয়াছে। কিন্তু দেশ আমার চিত্তপটে চিত্রিত রহিয়াছে। আর আমি যে সকল স্থান দেখিয়াছি, সেই সকল স্থানের যত ঘটনা শাস্ত্রে বিবৃত হইয়াছে, সেই সমু-দয় ঘটনা সত্য বলিয়া এই অবধি আমার মনে নূতন ভাবে উপস্থিত হইতেছে।

"সোরের সিঁড়ি" দর্শন।

যাইতে যাইতে অনেক দূর গিয়া পড়িলাম, দূর হইতে দেখিলাম, আমার সম্মুখে এক সুদীর্ঘ খাড়ীর প্রান্তভাগে একটী ক্ষুদ্র অন্তরীপ বিরাজমান ; বুঝিলাম, ইহাই প্রাচীন সোরদ্বীপের অবস্থিতি-স্থান। মধ্যাহ্নের পরে আমরা "সোরের সিঁড়ি" পার হইয়া গেলাম। একটী চকখড়ির

পাহাড়ের উপরিস্থ শৈলোচ্চয় কাটিয়া যে পথ প্রস্তুত হইয়াছে, সেই পথকেই "সোরের সিঁড়ি" বলে। যাইতে যাইতে আমরা সমুদ্র-কূলে কোথাও একখানি নৌকা দেখিলাম, দুই একখানি ছোট ছোট জাহাজ বোঝাই করা হইতেছে। ফৈনীকিয়া দেশের তীরভূমি দিয়া যাইবার সময় আমরা অধিকাংশ স্থলে মানুষও দেখিলাম না, জাহাজও দেখিলাম না; কিন্তু পূর্ব্বকালে এ অঞ্চল "জাতিগণের হট্ট-স্বরূপ ছিল" (যিশ ২৩; ৩)। বেলা তিনটার সময় আমরা একটী জলস্রোত পার হইলাম, আর যে স্থলে প্রথম সোর নগর অবস্থিত ছিল, সেই স্থান দিয়া ভ্রমণ করিতে লাগিলাম। প্রথম অর্থাৎ "পুরাতন সোর" নগর সমুদ্র-কূলে অবস্থিত ছিল, ঈশ্বরের ভাবী বাক্য অনুসারে (যিহি ২৬; ৪, ৫) তাহা সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হইয়াছে; নগরের ভগ্নাবশেষ সাগর-গর্ব্বে প্রোথিত বা গৃহাদি নিৰ্ম্মাণ জন্য অন্যত্র নীত হইয়াছে।

নূতন সোর নগর।

সূর্য্যাস্তকালে আমরা "নূতন সোরে" উপস্থিত হইলাম। এই স্থান আদৌ দ্বীপ ছিল, কিন্তু মহান্ আলেকজাণ্ডার উহা আক্রমণ করিবার জন্য যে বাঁধ বা সেতুপথ প্রস্তুত করেন, তদ্দ্বারা উহা দেশের সঙ্গে সংযুক্ত হইয়া যায়। সেই অবধি ক্রমশঃ উহাতে এত মাটী জমিয়াছে যে, দেখিলে বোধ হয় যেন দেশের সহিত উহা বরাবর সংযুক্ত রহিয়াছে। নূতন সোরের বর্ত্তমান অধিবাসি-সংখ্যা ন্যূনাধিক ৪০০০ লোক। তথায় পঁহুছিবার অল্পক্ষণ পরে শুনিলাম, ব্রিটিশ সুরীয় মিশন সংক্রান্ত দুইটী ইংরেজ মহিলা এই নগরে আছেন। ভোজনের পরে তাঁহাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া ধর্ম্মালাপ ও ঈশ্বরোপাসনা করিলাম। তাঁহাদের কয়েক জন

দেশীয় সহকারিণীও উপাসনায় যোগ দিয়াছিলেন, ইহাঁরা ইংরেজি বুঝেন। ইংরেজ বিবিদ্বয় সোর নগরে দুই তিনটী স্কুল চালাইতেছেন; তাহার একটী স্কুল অন্ধদিগের জন্য স্থাপন করা হইয়াছে। আমেরিকান প্রেস্‌বিটিরিয়ান মিশনেরও একজন এজেন্ট এখানে আছেন। এই মিশন চর্চ্চ মিশনরী সোসাইটীর সঙ্গে এইরূপ বন্দোবস্ত করিয়াছেন যে, চর্চ্চ মিশন পালেষ্টাইনে ও এই প্রেস্‌বিটিরিয়ান মিশন সুরিয়াতে খ্রীষ্টীয় কার্য্য চালাইবেন। সোর নগরে পৌল কি ভাবে গিয়াছিলেন, সেখানে সেই কথা আমাদের মনে পড়িয়াছিল (প্রে ২১; ৩)।

সারিফৎ নগরের কাঁথড়া।

আবার পরদিবস সকালবেলা সমুদ্র-তীর দিয়া যাইতে যাইতে মনে পড়িল, পৌল তলিমায়িতে (আমরা যে একার নগর ফেলিয়া আসিলাম, সেই নগরে) যাইবার পূর্ব্বে এই স্থানে তিনি ও সোর নগরীয় ভক্তগণ "আবালবৃদ্ধ বনিতা" জানু পাতিয়া পরস্পরকে ঈশ্বরের হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলেন (প্রেরিত ২১; ৫)। পূর্ব্বদিন যেমন, এই দিনও সেইরূপে যাত্রা করিলাম, বিশেষ মনোযোগের যোগ্য কথা এই যে, পথে সারেপ্তা (সারিফৎ) নগরের কাঁথড়ার উপর দিয়া গেলাম। তখন আমাদের মনে পড়িল, বহুকাল হইল, এক বিধবা এই নগরের বাহিরে গিয়া একটী আশ্চর্য্য ধরণের লোকের দেখা পাইয়াছিল, লোকটী তাহাকে তাহার যাহা সাধ্যাতীত, তাহাই করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। কিন্তু অসাধ্য সাধিত হইল। সেই বিধবার গৃহে ময়দা ও তৈলের অভাব হইল না। অতঃপর বিধবার পুত্রের মৃত্যু হইলে তিনি তাহাকে বাঁচাইলেন। (১ রাজা ১৭ অধ্যায়)। যে সারেপ্তায় এই ঘটনা হইয়াছিল, সেই স্থলেই

আমরা বিবরণটী পাঠ করিলাম, তখন মনে এক অপূর্ব্ব ভাবের উদয় হইল।

সীদোন নগর।

বৈকালে আমরা সীদোনে পঁহুছিলাম। এক্ষণে সীদোন সোর অপেক্ষা বড় নগর, আর এখানে অনেক উপবন আছে। পথে যাইবার সময় আমরা আমেরিকান মিশন সংক্রান্ত বড় স্কুল দেখিবার জন্য নিমন্ত্রিত হইয়াছিলাম। সূর্য্যাস্ত কালে পাহাড়ের শোভা অতি মনোরম্য বোধ হইল। আমরা যেস্থানে প্রবাস করিতে গেলাম, সে একটী সুন্দর "উপরের কুঠরী"। শাস্ত্রের কোন কোন স্থানে "উপরের কুঠরীর" কথা আছে (প্রে ৯; ৩৯ ইত্যাদি)।

লিবানোন প্রদেশ। বেরূট নগর।

পর দিবস খুব ভোরবেলা উঠিয়া যাত্রা করিলাম ও বৈকালে বেরূটে পঁহুছিলাম। বেরূটবাসীরা যে সমধিক সমৃদ্ধিপন্ন, তাহার নানা লক্ষণ উক্ত স্থানের নিকটবর্ত্তী হই-য়াই দেখিতে পাইলাম। আমরা শুনিলাম যে, প্রায় ত্রিশ বৎসর কাল লিবানোন প্রদেশ নামে না হউক, কার্য্যে প্রকৃত প্রস্তাবে খ্রীষ্টীয় গবর্ণমেন্টের অধীন রহিয়াছে। এই জন্যই যে দেশে তুরকীদের প্রাধান্য বলবৎ, সে দেশ অপেক্ষা এদেশ সমৃদ্ধিপন্ন। বেরূট নানা প্রকারে ফরাশীদের আয়ত্ত। ভারতে যেমন ইংরেজি ভাষার, বেরূটে তেমনি ফরাশী ভাষার আদর। বেরূটে অনেক মিশনারি প্রভুর নামে নানাবিধ কার্য্য করিয়া থাকেন। এই স্থানে আমরা দুই দিন রহিলাম। পরে জাহাজে চড়িয়া উত্তরে মাইল পঞ্চাশেক দূরস্থ ত্রিপোলি পোতাশ্রয়ে গিয়া আমরা দুই তিন দিন যাপন করিলাম। সেখান হইতে গিয়া দ্বিতীয় দিনে আমরা কুপ্র দ্বীপের নিকট দিয়া গেলাম, দ্বীপটী দেখিতে দেখিতে পৌল ও বার্ণব্বার কথা মনে পড়িল (প্রে ১৩; ৪-১২)।

দুই দিন পরে ক্রীতি দ্বীপের দক্ষিণ কূল দিয়া গেলাম। পরে ফরাশী দেশের মার্সেল্‌স্‌ নগরে পঁহুছিলাম। ২ রা ডিসেম্বর প্রাতঃকালে ইংলণ্ডে উপস্থিত হইলাম।

পালেষ্টাইন দেশের প্রাকৃতিক বিভাগ।

পালেষ্টাইন দেশ উত্তরদক্ষিণব্যাপী চারি প্রাকৃতিক খণ্ডে বিভক্ত; পশ্চিম দিকে সমুদ্র উপকূলস্থ সমভূমি, ইহার পরিসর ন্যূনাধিক কুড়ি মাইল। এই সমভূমির দক্ষিণাংশে পলেষ্টীয়েরা বাস করিত। দ্বিতীয় খণ্ড পার্ব্বত্য ভূমি, দক্ষিণে হিব্রোণ নগরের নিকটে এই ভূমি সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ, তিন হাজার ফীটেরও অধিক হইবে। কিন্তু এই দ্বিতীয় খণ্ডের পার্ব্বত্য ভূমির মধ্যে এস্‌দ্রিলন তলভূমি বিরাজিত। এই পার্ব্বত্য ভূমিই সেই "দুগ্ধমধু-প্রবাহী দেশ," যাহা ঈশ্বর ইস্রায়েল জাতিকে দিয়াছিলেন। ইস্রায়েলীয়েরা এই অঞ্চলকেই বিশেষরূপে আপনাদের দেশ বলিয়া মনে করিত। এই পার্ব্বত্য অঞ্চলের পূর্ব্বদিকে গভীর উপত্যকা, ইহা দেশের তৃতীয় খণ্ড। সেই উপত্যকার মধ্য দিয়া যর্দ্দন নদী মরুসাগর পর্য্যন্ত প্রবাহিত; উহা ক্রমশঃ নিম্ন হইতে হইতে মরুসাগরের নিকটে এত নিম্ন হইয়াছে যে, ভূমধ্য সাগর হইতেও বাস্তবিক ১,৩০০ ফীট নিম্ন। পৃথিবীতে এরূপ তলভূমি আর কোথাও দেখা যায় না। এই তলভূমির পূর্ব্বদিকে দীর্ঘ ও প্রশস্ত গিরিশ্রেণী, ইহা দেশের চতুর্থ খণ্ড। এই অচলরাজির উত্তর হইতে দক্ষিণাভিমুখে ক্রমপর্য্যায়ে বাশন, গিলিয়দ, অম্মোন ও মোয়াব নামে অভিহিত দেশগুলি অবস্থিত। এই পার্ব্বত্য দেশ সমুদ্র হইতে ২,০০০ অবধি ৩,০০০ ফীট পর্য্যন্ত উচ্চ। মধ্য খণ্ডের পর্ব্বতশ্রেণীর মধ্যবর্ত্তী এস্‌দ্রিলন তলভূমির দক্ষিণস্থ গিরিময় প্রদেশ যিহূদা, বিন্যামীন, ইফ্রয়িম ও মনঃশি বংশের অধিকারভুক্ত

ছিল, উত্তরে সবূলূন ও নপ্তালির অধিকার ছিল। দেশ পাথুরে, আর বসন্তকাল ভিন্ন অন্য সময়ে প্রায় হরিৎপর্ণাদি-শূন্য বলিয়া বোধ হয়। আমরা শরৎকালে গিয়াছিলাম। তখন দেশ যেন উৎসন্ন বলিয়া বোধ হইতেছিল। কিন্তু রাজ্যের যদি সুবন্দোবস্ত হয়, প্রজারা প্রস্তর সংগ্রহ করিয়া যদি গৃহ ও প্রাচীরাদি নির্ম্মাণ করে, আর দেশে উপযুক্তরূপে কৃষিকার্য্য হয়, তবে ভূমি এমন উর্ব্বরা যে, জিত, ডুমুর, দাড়িম্ব, দ্রাক্ষা ও শস্যাদি প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইতে পারে। বৃক্ষাদি অধিক হইলে বৃষ্টিও অধিক হইতে পারে, এবং দেশ অধিক ফল-শালী হইয়া উঠিতে পারে। দেশময় পাথর, এই জন্য ভ্রমণের পক্ষেও অসুবিধা হইয়া থাকে। এই সমস্ত পাথর অনেক স্থলে পুরাতন শহর ও গ্রামের ভগ্নাবশেষ মাত্র। এগুলি সংগ্রহ করিয়া আবার নগরাদি এবং ভাল রাস্তা ঘাট প্রস্তুত করা হইলে দেশ পূর্ব্বকালের ন্যায় আবার ঐশ্বর্য্য-শালী ও "দুগ্ধমধুপ্রবাহী" হইয়া উঠিতে পারে। রাজ্য-শাসনের বন্দোবস্ত ভাল না থাকিলেও বসন্তকালে পালে-ষ্টাইন হরিৎপর্ণে শোভমান এবং পুষ্পরাজিতে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়া থাকে।

পালেষ্টাইনের ঐতিহাসিক খ্যাতি।

দেশের ক্ষুদ্রতা দেখিয়া অন্য ভ্রমণকারীরা যেমন আশ্চর্য্যা-ন্বিত হইয়া থাকেন, আমরাও তেমনি হইয়াছিলাম। নেবি-সামুয়িল নামক গিরি নাসরৎ নগর হইতে কেবল ন্যূনাধিক ৭০ মাইল হইবে, এই দুই স্থানের কোন একটী স্থান হইতে প্রায় সমুদয় দেশ দেখা যায়। এই দুই স্থান হইতে দেশের পরিসর, অর্থাৎ পশ্চিমদিকস্থ সমুদ্র হইতে পূর্ব্বদিকস্থ মোয়া-বের বা গিলিয়দের পর্ব্বতশ্রেণী পর্য্যন্ত, সমুদয় একবারে দেখা যায়। কিন্তু দেশ এত ক্ষুদ্র হইলেও জগতের ইতিহাসে ইহার

কত প্রভাব দৃষ্ট হয়! বিশেষরূপে যীশুর জীবন হইতে এই প্রভাব পূর্ণমাত্রায় দেশবিদেশময় বিকীর্ণ হইয়াছে। প্রধানতঃ যিরূশালেম নগরে ও গালীলের একটী অঞ্চলে তিনি কার্য্য করিয়াছিলেন। যিরূশালেম নগরের এক প্রাচীর হইতে অন্য প্রাচীর পর্য্যন্ত এক মাইলের বেশী নয়; আর গালীলের যে অঞ্চলে তিনি অধিক কার্য্য করেন, সেই অঞ্চল একটীমাত্র জেলার সমান; আবার যে গালীল-সাগর-তীরে তিনি এত অদ্ভুত কর্ম্ম করেন, ও এমন উৎকৃষ্ট উপদেশ দেন, তাহা একটী ক্ষুদ্র হ্রদমাত্র। কিন্তু তাঁহার জীবনের সেই সকল কার্য্য আজ পৃথিবীতে কত শক্তি প্রকাশ করিতেছে!

দেশ বা তত্রত্য গৃহাদি কিছুই আমাদের কাছে তেমন সৌন্দর্য্যশালী বলিয়া বোধ হয় নাই। ঘরগুলি ছোট ছোট সাদা গাঁথনিমাত্র, শোভার নিদর্শন কিছুই সে সকল ঘরে দেখা গেল না। এক্ষণে কেবল ঐতিহাসিক ব্যাপার-পরম্পরা স্মরণ করিয়া লোকে পালেষ্টাইন দেখিতে যায়। কোন স্থানে ভগ্ন কাঁথড়া পড়িয়া রহিয়াছে, কোন স্থানে বা ক্রুশাদ-সংগ্রামীদের গির্জাঘর বা অন্য প্রাসাদ এক্ষণে মুসলমানদের মস্জিদে পরিণত হইয়াছে। দেশ এক্ষণে মুসলমানদের হস্তে, কিন্তু ক্রুশাদীদিগের খ্রীষ্টীয়তা কোন কোন বিষয়ে মুসলমান ধর্ম্ম অপেক্ষাও অপকৃষ্ট ছিল।

পোষ্ট আফিস ও টেলিগ্রাফ।

পালেষ্টাইনে ডাকের বন্দোবস্ত ভাল নয়, নাবলূষ ও নাসরতের ন্যায় শহরে সপ্তাহে কেবল একবার মাত্র ডাক আসে যায়। এই বে-বন্দোবস্ত হেতু অসুবিধাবশতঃ পালেষ্টাইনের লোকে টেলিগ্রাফের আশ্রয় গ্রহণ করে, বৈদ্যুতিক তার প্রধান প্রধান শহরে বসান আছে।

পালেষ্টাইন ভ্রমণের ফল।

আমাদের পালেষ্টাইন ভ্রমণে বিলক্ষণ ফলোদয় হইয়াছে; শাস্ত্রের বিবরণমালা এরূপ সজীবতা ও তেজস্বিতার সহিত পূর্ব্বে আমাদের মনে কখনও উপস্থিত হয় নাই; শাস্ত্রীয় ঘটনার বিবরণ পাঠ করিতে করিতে এখন যেন সেগুলি চক্ষের সম্মুখে উপস্থিত হয়। আবার আমাদের পক্ষে পালেষ্টাইন ভ্রমণ বেশ আনন্দপ্রদ ও স্বাস্থ্যজনক হইয়াছিল। আমরা নবেম্বর মাসে তথায় ভ্রমণ করি, তৎকালে যিরূশালেমে উত্তাপ ছিল, প্রায় শেষ দিন পর্য্যন্ত গ্রীষ্ম অনুভব করিয়াছিলাম, কিন্তু সে দুঃসহ গ্রীষ্ম নয়। আমরা যখন গিয়াছিলাম, ভারতবর্ষে শীতকালে যেমন অনুভূত হয়, তখন প্রায় সেইরূপ শীতাতপ অনুভব করিয়াছিলাম। ভ্রমণকালে সাধারণতঃ পার্ব্বত্য বিশুদ্ধ বায়ু বেশ রমণীয় বোধ হইত, তবে কেবল উপত্যকাভূমিতে কখন কখন কিছু কষ্ট বোধ হইয়াছিল। আমরা সমস্ত দিন খোলা বাতাসে থাকিতাম, আর প্রতিদিনই স্মরণীয় ঐতিহাসিক ঘটনার দুই একটী স্থানাদি দেখিতাম,—সেগুলি দেখিবার আকাঙ্ক্ষা বহু দিন হইতে করিয়া আসিতেছিলাম। এইরূপে শরীর ও মন উভয়ই আপ্যায়িত হইয়াছিল।

উপসংহার।

পালেষ্টাইনের সঙ্গে যিহূদী জাতির ইতিহাসের সম্বন্ধ রহিয়াছে। এ বিষয় অতি সংক্ষেপে দুই একটী কথা লিখিয়া বিবরণ শেষ করিতেছি। সদাপ্রভু ঈশ্বর আপনার দাস অব্রাহামের কাছে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, তাঁহার বংশ কনান দেশের অধিকারী হইবে। পরে আপন প্রতিজ্ঞানুসারে ঈশ্বর ইস্রায়েল-বংশকে উক্ত দেশ দিয়াছিলেন, এবং মিসরের দাসত্ব হইতে উদ্ধার করিয়া তাহাদিগকে সেই

দেশে আনিয়া বসাইয়াছিলেন। কিন্তু তাহারা বারবার ঈশ্বরের অবাধ্য হইয়া প্রতিমাপূজাদি পাপের দ্বারা তাঁহার অবমাননা করিয়াছিল। এই জন্য ঈশ্বর নানা প্রকারে তাহাদিগকে শাসন করেন, কিন্তু একবারে নিপাত করেন নাই, বরঞ্চ তাঁহার আগমবাণী অনুসারে জগতের ত্রাণকর্ত্তা প্রভু যীশু খ্রীষ্ট পালেষ্টাইন দেশে জন্মগ্রহণ করিয়া যিহূদীদের মধ্যে জীবন যাপন করতঃ নানাবিধ অলৌকিক কার্য্যসাধন, ধর্ম্মোপদেশ প্রদান ও মনুষ্যের পাপের প্রায়শ্চিত্ত জন্য আপন প্রাণদান করেন, এবং মৃত্যুঞ্জয়ী হইয়া অবশেষে স্বর্গারোহণ করেন। যিহূদীরা জীবনের সেই আদিকর্ত্তাকে (প্রে ৩;১৫) অগ্রাহ্য করাতে ঈশ্বর রোমীয় সৈন্য দ্বারা তাহাদের যিরূশালেম নগর ও তত্রত্য মন্দির বিনষ্ট করেন, এবং তাহাদিগকেও জগৎময় ছিন্নভিন্ন করিয়া রাখিয়াছেন। তাহারা প্রভু যীশুকে গ্রাহ্য করিলে তাহাদের আবার গৌরব ও উন্নতি হইবে, এই কথা শাস্ত্রে পাওয়া যায়। পালেষ্টাইন দেশে ভ্রমণ করিলে বা সেই দেশের বিবরণ পাঠ করিতে গেলে এই জগদ্বিকীর্ণ জাতির কথা মনে পড়ে। এক্ষণে তাহারা আর দেবপূজা করে না, কিন্তু এখনও তাহারা সকলে জীবনাকরকে গ্রাহ্য করিতেছে না। তাহাদের জন্য প্রার্থনা করা উচিত, যেন ঈশ্বর তাহাদের চক্ষু খুলিয়া দেন ও তাহারা খ্রীষ্টের প্রেম ও মহিমা দেখিতে পায়। অনেকে বলেন, শাস্ত্রানুসারে তাহারা আবার পালেষ্টাইন দেশে সংগৃহীত হইবে, এবং খ্রীষ্টের আশ্রয়ে নিষ্কন্টকে পরম সুখে সেই দেশে বাস করিবে। পার্থিব পালেষ্টাইনে হউক বা না হউক, কিন্তু যীশুর শরণ লইলে তাহারা পারত্রিক "পবিত্র ভূমি", অর্থাৎ স্বর্গীয় কনানে সংগৃহীত হইবে, যথায় রোগ, শোক, দুঃখ, বিপদ, শত্রুভয় ও পাপাদি কখনও প্রবেশ করিতে পারে না।

CALCUTTA: PRINTED AT THE BAPTIST MISSION PRESS.